রবীন্দ্রবীক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২৬ আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে

রবীন্দ্রবীক্ষা

রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ১

বিশ্বভারতী
শা ন্তি নি কে ত ন

প্রথম সংকলন : ২২শে শ্রাবণ ১৩৮৩। অগস্ট ১৯৭৬

রবীন্দ্রভবন ও রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : কানাই সামন্ত

মুদ্রক শান্তিনিকেতন প্রেস
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

ছ টাকা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা　　রচনা

চিত্র

৪।৫, পৃ ৪ ও ৫'এর মধ্যে। তদ্রূপ ৮।৯

প্রচ্ছদের ছবি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ১২৩ -অন্তর্গত। এটি শ্রীমতী রাধারানী দত্ত [পরে দেব তথা দেবী] -কর্তৃক উপহৃত কালো-রেক্সিনে-বাঁধাই খাতা। সামনের ও পিছনের মলাটে লতানে পাড় আঁকা। 'দাঁড়া'য় যুগ্ম রেখায় পাঁচটি ঘর কাটা। 'ওই লেখা ও আঁকা সবই সোনার জলে। ভিতরে পুস্তানি-রূপে ব্যবহৃত "মার্বেল' কাগজ নীল-সবুজ। খাতার তথা পাতার মাপ: ২৩.৯ × ১৫.৭ সেন্টিমিটার। কাগজ উৎকৃষ্ট; কবি ইহার প্রথম পুস্তানি-সংলগ্ন পৃষ্ঠা হইতেই ছবি আঁকা শুরু করেন বিচিত্র রূপে রেখায় ও রঙে। লেখা ও আঁকা কোন্‌টির আকর্ষণ অধিক তাহা সত্যই বলা যায় না। এই খাতার কতক ছবি বিচিত্রিতা (শ্রাবণ ১৩৪০) কাব্যের কবিতা-রচনায় প্রেরণা দিয়া তাহার অঙ্গীভূত হইয়াছে (যেমন, 'শ্যামলা' ও 'ঝাঁকড়াচুল'), আর একটি ছবি স্থান লইয়াছে দ্বিতীয়-খণ্ড চিত্রলিপিতে, সপ্তম চিত্র।

লেখা ও আঁকা মিলাইয়া এই পাণ্ডুলিপির কাল নির্দেশ ক রা যায় খৃষ্টীয় ১৯৩০ বা বাংলা ১৩৩৭।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচ্ছদভূষণ এই ছবিখানি 'সে' গ্রন্থে বর্ণিত ও নিরূপিত বরিশালের দাদা মশায়কে যেন স্মরণ করায়, বিশেষ রূপের ব্যঞ্জনাতে। ইহাও বলা যায় যে, সে'র রচনা শুরু হয় এই রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির প্রায় সমকালে। ১৩৩৮ সনে সাময়িক পত্রে প্রকাশ পায় ইহার প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের কতক অংশের পূর্বপাঠ। সে'র ছবিগুলি অনেক সময় আখ্যান-রচনায় কবিকে প্রেরণা দিয়াছে মনে হয়, কল্পনাকে অবশ্যই উদ্দীপিত করিয়া থাকিবে। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথ পরস্পর হাত মিলাইয়া কাজ করিয়াছেন বলা যায়। কোন্ সময়ে আগে কে গিয়াছেন (পরিণামে উভয়ে একত্র মিলিয়াছেন), এ বিষয়ে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান বোধ করি আজও হয় নাই।

রবীন্দ্রভবন ও রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের যৌথ প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন-রূপে রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচার।

মুখ্যত: রবীন্দ্র-জীবন, রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র-রচনার পাঠবৈচিত্র্য তথা পাঠ-অভিব্যক্তি এ-সবের বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালীবদ্ধ সমাহার এবং আলোচনাই এর অভীষ্ট। এজন্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারবে—

১. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনা।

২. রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।

৩. শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।

৪. রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন:

   ক. রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলি।

   খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।

৫. দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্রপ্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।

৬. রবীন্দ্রনাথের দেশ-বিদেশ-ভ্রমণের বিবরণ।

৭. নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ প্রতিভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।

৮. রবীন্দ্রনাথ - প্রযোজিত / অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতুৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান -সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।

৯. রবীন্দ্র- পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ, এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিবরণ ও তালিকা।

১০. রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থের ও রচনার সূচী।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে এই সাময়িক সংকলনের প্রবর্তন। এ কাজে প্রতিষ্ঠানের আর প্রতিষ্ঠানের বাইরে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়। যেখান থেকে যে-কেউ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, তাঁর জীবন ও তাঁর কাজ সম্পর্কে, যে-কোনো নূতন তথ্য বা উপকরণ সংগ্রহ করে সেই বস্তু বা / এবং তার চিত্র তার বিবরণ পাঠালে তা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে— সময় সুযোগ ও প্রয়োজন -মত ব্যবহারও করা চলবে।

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ
উপাচার্য : বিশ্বভারতী

১ অগস্ট ১৯৭৬

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ১২৮ -ধৃত

[পূর্বকালে] পরিবর্ত্তন—

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ১২৮ রবীন্দ্রনাথের মানসী (পৌষ ১২৯৭) কাব্যের আধারস্বরূপ। ইহাতে মুদ্রিত কাব্যের ৪টি বাদে[১] সব কবিতাই পাওয়া যায়। খসড়া-খাতা না হইলেও, কবিতাগুলি মোটের উপর রচনার কালক্রমে অনুলিখিত। একটি কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া শেষে যথেষ্ট স্থান থাকিলেও, সে পৃষ্ঠায় নূতন কবিতা শুরু হয় নাই। অনুলেখনের পরে বহু কবিতায় নানারূপ বর্জন সংযোজন ও পরিবর্তন হইয়াছে। সচরাচর এরূপ পরিবর্তন সামগ্রিক নয়। অর্থাৎ আদ্যন্ত কবিতার রূপান্তর ঘটে নাই। যে ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম, যেটি 'পূর্বকালে' কবিতার (শিরোনাম পাণ্ডুলিপিতে নাই) ভিন্ন ছন্দে সামগ্রিক 'পরিবর্ত্তন' ও একরূপ বি ক ল্প পাঠ (কেননা পূর্বপাঠ লাঞ্ছিত বা বর্জনচিহ্নিত হয় নাই) — রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংখ্যায় তাহা মুদ্রিত হইল। মানসীর 'ধ্যান' কবিতা (নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া ইত্যাদি) আলোচ্য পাণ্ডুলিপির ১৯৭-৯৮ -অঙ্কিত পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ, শেষোক্ত পৃষ্ঠায় কবিতার শেষ ৪ ছত্র। পৃষ্ঠার বাকিটা ফাঁকাই ছিল। অব্যবহিত পরের 'পূর্বকালে' কবিতার পরিবর্তন-সময়ে ঐ ফাঁকটুকু কাজে লাগানো হইয়াছে ; ফলে 'পূর্বকালে' কবিতার শেষ ৫ ছত্র ব্যতীত সবটা আর নূতন পাঠ পরস্পরের সম্মুখীন— পৃ ১৯৯ ও ১৯৮। এই পাণ্ডুলিপির বিশেষ রীতি অনুযায়ী রচনার স্থান কাল দেওয়া হইয়াছে কবিতার আরম্ভে। তদনুযায়ী দেখা যায়[২] রচনা :

[ধ্যান]। যোড়াসাঁকো /1889 Aug. 10 [২৬ শ্রাবণ ১২৯৬]

[পূর্বকালে] । যোড়াসাঁকো / ১৮৮৯ অগষ্ট ১৭। ২ ভাদ্র [১২৯৬]

তদেব 'পরিবর্ত্তন' : [যোড়াসাঁকো ?] / ১৮৯০ [ডিসেম্বর ১৮] ৪ঠা পৌষ [১২৯৭]

'পূর্বকালে' (প্রাণমন দিয়ে ভালবাসিয়াছে ইত্যাদি) এবং তাহার পরিবর্তন উভয়ের রচনায় কালের ব্যবধান ১ বৎসর ৪ মাস। পরিবর্তন কোথায় করেন তাহা অনুমানের বিষয়। জোড়াসাঁকোয় হওয়াই সম্ভবপর, কেননা রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন (র. জী. ১। বৈশাখ ১৩৭৭। পৃ ২৯৯) ৭ ডিসেম্বর ১৮৯০ [২২ অগ্রহায়ণ ১২৯৭] তারিখে

---

১ মানসীর রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে নাই :

ভুলে : কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া। বৈশাখ ১২৯৪

বিরহানন্দ : ছিলাম নিশিদিন। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪

পত্র : দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়। বৈশাখ ১২৯৪

শ্রাবণের পত্র : পরিপূর্ণ বরষায়। [১২] শ্রাবণ ১২৯৪

২ বাংলা তারিখ-মাস দিলেও, খৃষ্টীয় সন দেওয়া এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস ছিল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। 'উৎসবের পর সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ সোলাপুর ফিরিয়া গেলেন··· রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজনে মনোযোগী হইলেন।' বস্তুতঃ মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়াছিল ধরিয়া লওয়া যায়, নহিলে '১০ পৌষ ১২৯৭' কালাঙ্কিত হইয়া অচিরে তাহার প্রকাশ ও প্রচারের সম্ভাবনা ছিল না। এ অবস্থায় 'পূর্বকালে'র পূর্বরূপ ইচ্ছা করিলেও বাতিল করার সুবিধা তেমন ছিল না; সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ সে ইচ্ছাও করেন নাই। 'দেখি, কী হয়' শুধু এরূপ কৌতূহলবশে কবি ছন্দ বদল করিয়া একই ভাব অনুভূতি (যতটা মনে ধরা আছে এবং বৎসরাধিক পূর্বে আশ্চর্য রূপও লইয়াছে) নূতন ভাবে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ অনুমান করা চলে। অর্থাৎ, আসলে ইহা প্রকরণগত পরীক্ষাই, আর কিছু নয়। অথচ, যেহেতু যথার্থ কবির লেখনী-প্রসূত, এজন্য রূপে গুণে ভাবসৌষ্ঠবে ইহার যথেষ্ট চমৎকারিত্ব না থাকিয়া পারে না। সে সম্পর্কে যথাযোগ্য বিচার বিশ্লেষণ করিবেন রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু ও রসিক। প্রকরণ সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট, মানসী কাব্যের যে বিশেষ ছন্দের গুণে বাংলা কাব্যলোকে নূতন দুয়ার খুলিয়া যেন নূতন পুরীর আবিষ্কার, পরিবর্তিত কবিতায় সেই ছন্দই পরিহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ, নূতন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বদলে, পুরাতন অক্ষর-বৃত্তেরই ব্যবহার। নহিলে 'সৌন্দর্য্যগৌরবে' 'সৃষ্টির প্রত্যূষ' 'সে অশ্রুতরঙ্গ' কোনো প্রয়োগই ৬ মাত্রায় বাঁধা থাকিত না, 'হাহাধ্বনি' 'আত্মহারা' 'মুগ্ধহিয়া' 'প্রতীক্ষায়' এ-সব ৫ মাত্রা আর 'দুঃখ' ৩ মাত্রা হইত। নূতন মাত্রাবৃত্তের লাস্যগতি কিরূপ, কেমনই বা অক্ষরবৃত্তের সংযত পরিমিত পাদচার, সে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; ছন্দোবিৎ তাহা ভালো করিয়াই জানেন আর শ্রুতির অভ্যাসেও তাহা স্পষ্ট হয়। এ স্থলে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে 'গ্রাহ্য' দুইটি রূপ পর পর সংকলন করা গেল। প্রথমটি মানসী কাব্য -ধৃত, বহু-পরিচিত, কিন্তু উহার 'পরিবর্তন'টি অদৃষ্টপূর্ব, কেননা এপর্যন্ত অপ্রকাশিত।

[পৃ. ১৯৯-২০০]

প্রাণমন দিয়ে ভাল বাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক;
তবু তুমি ভবে চিরগৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার?
তোমা ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারিনে ভাল কি বাসিতে পারে?

[পূর্ব্বকালে] পরিবর্ত্তন—

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
ভাল ত বেসেছে তারা, ১০
আমি ততদিন কোথা ছিনু দলছাড়া।[৩]
ছিনু বুঝি বসে কোন্ এক পাশে
পথ-পাদপের ছায়,
সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে
তোমারি প্রতীক্ষায়।
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায়।

অনাদি বিরহবেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ,
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের ২০
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই ত আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে দুখ নহে।

[পৃ ১৯৮]

পরিবর্ত্তন—

৪ঠা পৌষ / ১৮৯০ [১২৯৭]

এ জগতে কত লোক ভাল বাসিয়াছে
কত কাল, কত কবি গেয়ে আসিয়াছে
কত শত প্রেমগান! সৌন্দর্য্যগৌরবে
তখন ছিলে না তুমি? তোমাহীন ভবে
×ছিল প্রেম, মনে নাহি লয় কোন মতে।× ৫

৩ কবিতার ১১শ ছত্রে প্রথমে লেখা হয় 'ছিনু বুঝি', পরে দ্বিতীয় পদটি কাটিয়া ও যথাস্থানে তোলা পাঠে 'কোথা' লিখিয়া হয়: কোথা ছিনু।

তখনো কি ছিল প্রেম, ছিল প্রেমগান? ৫
মুগ্ধহিয়া কারে চাহি সমর্পিত প্রাণ
আত্মহারা? বুঝিতে পারি [না] কোনমতে। ৭

সে কালের
যখন সে প্রণয়ীরা সংসারের পথে

যখন্ চলিয়াছিল
চলেছিল সারি সারি ভাবে মাতোয়ারা
আমি বা তখন্ কোথা ছিনু দলছাড়া! ১০
ছিনু বুঝি এক পাশে পথ-তরুছায়
সৃষ্টির প্রত্যুষ হতে তব প্রতীক্ষায়;
চাহিয়া
প্রত্যেক পান্থের মুখ দেখেছি চাহিয়া;
সহসা তোমারে হেরি উঠেছি গাহিয়া
অনন্ত যুগের পরে; দেখে তব মুখ ১৫
শতদলসম ফুটেছে প্রেমের সুখ
অনাদি-বিরহ-দুঃখ-সাগরের মাঝে।
মিলনেরে ঘিরে' তাই বিরহ বিরাজে।
সে অশ্রুতরঙ্গ হ'তে সদা তাই বাজে
অনন্তের হাহাধ্বনি মিলনেরে ঘিরে; ২০
অকারণ আকুলতা হৃদয়ের তীরে।
আমার এ প্রেমে তাই মিশে চিরদিন
সুখ সীমাহীন আর দুঃখ সীমাহীন![৪]

৪ পাণ্ডুলিপি-চিত্রে দেখা যাইবে একটি ছত্র (৫ অঙ্কে ও × — × চিহ্নে নির্দিষ্ট) কাটিয়া তাহার সম্প্রসারণ বাম দিকের মার্জিনে লেখা তিনটি ছত্রে; অর্থাৎ বর্জিত ছত্র ৫ = গ্রাহ্য ছত্র ৫-৭। সপ্তম ছত্রে যে শব্দটি অনবধানে লেখা হয় নাই, অনুমানপূর্বক যথাস্থানে তাহা বন্ধনী-মধ্যে দেখানো হইল। 'না' কিম্বা 'নে' (?) ছাড়া আর কিছু হইতে পারে এমন মনে হয় না। অষ্টম ও নবম ছত্রে 'তোলা পাঠ'কে 'বিকল্প' বলিয়া গণ্য করা উচিত; তদনুযায়ী হয়: সে কালের প্রণয়ীরা······/যখন চলিয়াছিল ভাবে মাতোয়ারা / ত্রয়োদশ ছত্রে তোলা পাঠ অনুযায়ী বিকল্প ছত্র হয়: প্রত্যেক পান্থের মুখ চাহিয়া চাহিয়া; / ইহার শেষে ';' ছেদচিহ্ন অনাবশ্যক সন্দেহ নাই। ছত্র ১৯-২১ পরবর্তী সংযোজন।

শিল্পী

ক্ষ্যাপামির ছোঁয়াচ লেগেছে কোথা থেকে; মন হয়েছে অস্থির ঘাসের উপরকার ঐ ত্বরিত-নাচনী শালিকগুলোর মতো।[১] মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করচে চৈত্রদিনের প্রৌঢ় প্রহরের সোনালি নেশা।[১] পাশের পোড়ো বাড়ির শূন্য দালানে হুহু করচে বোবা স্মৃতির চাপা কান্না, তার ভিতের তলায় আছে যেন একটা কবর দেওয়া পুরোনো কাল, [২]গুম্‌রিয়ে উঠচে তারি প্রেত[২] সারা দুপুর বেলা।[১] কখনো বা দূরের[৩] মাঠে সোঁ সোঁ করে ওঠে শুক্‌নো পাতার ঘূর্ণিপাক, আগুনের হল্‌কা-হানা ধুলো-ওড়া হাওয়ার হাঁপানি।

কোনো খবর না দিয়ে এসে পড়ে ঝোড়ো[৪] বর্বরতা গরমিকালের বেলাশেষে, তেমনি ভিতর[৫] থেকে একটা অকারণ মনঃপীড়ার আঁধি এসে ধাক্কা লাগায় ছবি আঁকিয়ের তুলিতে[৬], রেখায় রেখায় দাগ পড়তে থাকে সৃষ্টিতপস্যার[৭]।[১] কখন আবার ঢিলে হয়ে আসে তুলির টান, পাশের গলির চিক-ঢাকা অদৃশ্য লোকে হঠাৎ [৮]বাজে ঝুনুঝুনু[৮], রূপকারের তন্দ্রা-ভাঙা মনে আচম্‌কা রাঙা ছায়া ফেলে রসের আবেশ। × × × ×

একটা ভাষাহীন সংকেতের ঝঙ্কার এসে ওর আঙুলে নাচিয়ে তোলে মাৎলামি। অলক্ষ্য অবগুণ্ঠিত সুর[৯] গোধূলির সিঁদুরে আলোর সঙ্গে মিশে মনের গভীর স্তর থেকে খুলে দেয় রঙের ফোয়ারা। কল্পরূপের চম্‌কানি অপার অন্ধকারে ওঠে ঝলমলিয়ে, ঝরে পড়ে উদ্দাম আবেগের হাউই-ফাটা আগুনঝুরি।

দলে দলে মানুষ উঠ্‌চে পড়চে সৃষ্টির টুক্‌রোর মতো শক্তির আবর্তে, রাত্রে কালো ঘুমের সমুদ্রে ফেনিয়ে ওঠে এলোমেলো স্বপ্ন, দিনের ভাবনা ছোটে দিকে দিকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে।[১] তারি মাঝখানে শিল্পীর [১০]কল্পনা কেবলি[১০] বাধা পাচ্চে আর বাধা কাটাচ্চে। সে বাধা কখনো বা কুশ্রীর[১১] হিংস্রতায়, কখনো বা মাধুর্যের আকর্ষণে[১২]।[১] চারি দিকে ফুলে ফুলে উঠচে ঘোলা স্রোতের বেসুরো জোয়ার[১৩], তারি মাঝখান দিয়ে বেয়ে নিয়ে চলেছে রূপকার একটি সুরের বোঝাই ডিঙি, রাত্রি পেরিয়ে উদয়াচলের দিকে।[১৪]

২২।২।[১৯]৩৯

শান্তিনিকেতন

শ্যামলী

কবিতার সংরক্ষিত দ্বিতীয় পাঠ। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-ধৃত

আভ্যন্তরীণ অঙ্কচিহ্নাদি আরোপিত

রবীন্দ্রগ্রন্থে অপ্রকাশিত, প্রায় অপরিচিত, 'শিল্পী' কবিতার মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিচ্ছবি রবীন্দ্রবীক্ষায় মুদ্রিত হইল। উল্লিখিত পাঠ-সংকলনে পাণ্ডুলিপি-ধৃত কবির স্বহস্তের নানা পরিবর্তন পরিবর্জন ও সংযোজন পৃথগ্‌ভাবে দেখানো হইল না; ছবি দেখিয়াই তাহা

যথাসম্ভব বুঝিয়া লইতে হইবে। বিচিত্র কাটাকুটির পূর্বে পাণ্ডুলিপির এই কাগজে (পরিমাপ ২৫.৫ × ১৯.৮ সেন্টিমিটার / ২৫টি সূক্ষ্ম রুল) এক কালে একই আবেশে যাহা লেখা হয় তাহাকে প্রথম পাঠ মনে করিলে, ঐ কাগজেই নানাভাবে পরিবর্তিত যে নূতন পাঠের উদ্ভব, যাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল, তাহাকে দ্বিতীয় পাঠ বলিতে হয়। ইহার পুনশ্চ পরিবর্তিত এক পাঠ মুদ্রিত হয় বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন -সম্পাদিত ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রের ১৩৫৬ আষাঢ় সংখ্যায় এবং ছন্দোবদ্ধ সর্বশেষ পাঠ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে (বৈশাখ ১৩৪৮) কাব্যের চতুর্বিংশ সংখ্যায়। সংরক্ষিত পাঠের 'প্রথম' হইতে 'শেষ' পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাটি বিশেষ কৌতূহলের বিষয় যেমন, তেমনি শিক্ষার।

পূর্বে একরূপ বলা হইয়াছে, মুদ্রিত প্রতিচিত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই পাঠ পাইতেছি। কোন্ পাঠ সুনিশ্চিতভাবে প্রথম বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও, দ্বিতীয় পাঠ সুনিশ্চিত। ইহার শেষে রচনার স্থান কাল অপরে লিখিয়া রাখেন। এই দ্বিতীয় পাঠ খাতায় (পাণ্ডু ২৫৮। পৃ. ৩৭, ৩৯) নকল করা হইলে, তাহার শেষে কবি যৎসামান্য পরিবর্তন করেন স্বহস্তে, সুতরাং ইহাকে তৃতীয় পাঠ বলা সংগত। যে পাঠ কবিতা ত্রৈমাসিক পত্রে মুদ্রিত তাহা তৃতীয় হইতে অংশতঃ ভিন্ন হওয়ায় চতুর্থ পাঠ বলিতে হয়। আরোপিত অঙ্কের সাহায্যে সংকলিত দ্বিতীয় পাঠের আধারে সেই চতুর্থ পাঠ নির্দেশ করা চলিবে—

	১	একটি অনুচ্ছেদ-শেষ ; পরে নূতন অনুচ্ছেদ।
নূতন পাঠ :	২—২	তারি প্রেত উঠচে গুমরিয়ে
	৩	রেলপথের পারের
	৪	ঝোড়ো বৈশাখীর
	৫	ভিতরের কোন্ দিগন্ত
	৬	তুলির উপরে
	৭	তাপতপ্ত সৃষ্টির
	৮—৮	রনিয়ে ওঠে রিনিরিনি
	৯	একটা গুঞ্জন সুর
	১০—১০	তুলি
	১১	কুশ্রীর অশ্লীল
	১২	মদির অসংযমে
	১৩	জোয়ার নানা ছিন্ন অসংলগ্নতা নিয়ে
পরে অতিরিক্ত বাক্য :	১৪	সুর বেসুরের মন্থনে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে শিল্পীর সাধনা।/

বলা বাহুল্য, ছেদ-চিহ্নের বা বানানের ভেদ দেখানো হইল না ; নকলকারীর কলমে ক্রিয়াপদে 'চ' স্থলে 'ছ' প্রায়শঃ হইয়াছে। দেবভাষার ব্যাকরণসম্মত না হওয়ায় 'কিম্বা'

'বারম্বার'ও স্বতই 'কিংবা' 'বারংবার' হইয়া থাকে, যদিও কবির নিজের লেখায় তাহা দুর্লভ বলা চলে। এই পরিবর্তনের বিশেষ যুক্তি আছে এরূপ বলা যায় না। বাঙালির রসনায় অন্তস্থ ব'এর উচ্চারণ যেখানে নাই, তৎসম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরোপের সার্থকতা কোথায়? তদুপরি ইহাতে স্বয়ং কবির উচ্চারিত / অভিপ্রেত যে শব্দসংগীত তাহাও নষ্ট হয়।

শিল্পী

১ পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান
২ হুহু করছে বোবা স্মৃতির চাপা কান্না ;
৩ ভিতের তলায় কবর-দেওয়া মরা দিন,
৪ প্রেত উঠছে গুমরিয়ে সারা দুপুর বেলা।
৫ মাঠে মাঠে শুকনো পাতার ঘূর্ণিপাক,
৬ আগুনের হল্কাহানা হাওয়ার হাঁপানি।
৭ হঠাৎ এসে পড়ে বৈশাখীর বর্বরতা বসন্তের যাবার পথে।
৮ অকারণ মনঃপীড়া ধাক্কা লাগায় আঁকিয়ের তুলির পিছনে।
৯ রেখায় রেখায় রঙে রঙে ফুটে ওঠে
১০ তাপতপ্ত সৃষ্টির বেদনা।
১১ কখন আবার ঢিল লাগে তুলির টানে ;
১২ পাশের গলির চিক-ঢাকা আকাশে
১৩ হঠাৎ রণিয়ে 'ওঠে রিনি রিনি,
১৪ তন্দ্রাভাঙা মনে, শাড়ির রাঙা ছায়া
১৫ ঘনিয়ে' তোলে রসের আবেশ।
১৬ ভাষাহীন সংকেতের ঝংকার
১৭ আঙুলে নাচিয়ে তোলে মাতালকে।
১৮ গোধূলির সিঁদুরে আলোয় ঝলমলিয়ে ঝরে পড়ে
১৯ আবেগের হাউই-ফাটা আগুনঝুরি।

২০ দলে দলে মানুষ উঠছে পড়ছে সৃষ্টির টুকরো
২১ শক্তির আবর্তে।
২২ শিল্পীর তুলি বাধা পাচ্ছে বাধা কাটাচ্ছে।

২৩ সে বাধা কখনো বা কুশ্রীর অশ্লীল হিংস্রতায়
২৪ কখনো বা মাধুর্যের মদির অসংযমে।
২৫ ফুলে ফুলে ওঠে ঘোলা স্রোতের জোয়ার
২৬ ভাসমান অসংলগ্নতা নিয়ে [।]
২৭ বেয়ে চলেছে রূপকার, একটি রূপের বোঝাই ডিঙি
২৮ রাত্রি পেরিয়ে উদয়াচলের দিকে।
২৯ ডাইনে বাঁয়ে সুর-বেসুরের দাঁড়ের ঘায়ে
৩০ ফেনিয়ে চলেছে শিল্পসাধনার ভাসান খেলা।

শান্তিনিকেতন
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

সম্ভাবিত সপ্তম পাঠ
টাইপ কপি -২

উল্লিখিত পাঠে স্তবকভাগ লোপ করিলে এবং ছত্র ১ ও ২, ৯ ও ১০, ১২ ও ১৩, ১৪ ও ১৫ মিলাইয়া এক-একটি ছত্র ধরিলে নিখুঁত পূর্বপাঠ (ষষ্ঠ) অথবা প্রাক্‌পরিবর্তন প্রথম টাইপ-কপি পাওয়া যায়। এই সংকলন নি খুঁ ত সপ্তম পাঠ বা টাইপ-কপি -২ এজন্যই নয় যে, প্রথম টাইপ-কপিতে কবি বহু পরিবর্তন করার পরে সংশোধিত সেই পাঠ পুনশ্চ টাইপ করিতে বসিলে একটি অংশ 'কপি-ছাড়' হয় (ছ ১৩-১৫ : ওঠে রিনি রিনি, / তন্দ্রা-ভাঙা মনে, শাড়ির রাঙা ছায়া / ঘনিয়ে) যেটি আমরা উদ্‌ধৃতি-চিহ্ন-যোগে প্রথম টাইপ-কপি হইতে তুলিয়া দিয়াছি কিন্তু সংরক্ষিত দ্বিতীয় টাইপ-কপিতে পাই না। ঐটুকু বাদ দিয়া ত্রয়োদশ ছত্র যদি হয় "হঠাৎ রনিয়ে তোলে রসের আবেশ" (যেরূপ হইয়াছে), সেই পাঠ বা শব্দপ্রয়োগ অবশ্যই ঈষৎ বিভ্রান্তিজনক মনে হয়। কবিতার এই স্থানে পরবর্তী নকলের পর নকলে কবি-কর্তৃক নূতন নূতন পাঠ-উদ্ভাবনের বিশেষ হেতুও মনে হয় এই অনাবিষ্কৃত 'কপি-ছাড়'।

বর্তমান সংকলন (সপ্তম পাঠ) হইতে ধারণা করা কঠিন নয়, বিশেষ উপযোগিতাও আছে, কবি ইহাতে নানারূপ পরিবর্তন করিলে ও নির্দেশ দিলে— অষ্টম পাঠে ইহা কোন্ রূপ লয়। একাদিক্রমে গণিয়া দেখিলে বিভিন্ন ছত্রের এরূপ রূপান্তর মিলিবে এবং সব মিলাইয়া পাওয়া যাইবে ছ ন্দো ব দ্ধ অষ্টম পাঠ—

ছত্র ২ হুহু 'করে' বোবা স্মৃতির চাপা 'কাঁদন',
৪ 'গুমরে ওঠে' প্রেত 'তাহারি' সারা দুপুর বেলা।
৬ হাওয়ার হাঁপানি

৭ হঠাৎ 'হানে বৈশাখী তার' বর্বরতা 'ফাগুন দিনের' যাবার পথে।
৮ মনঃপীড়া ধাক্কা লাগায় তুলির পিছনে।
১০ তাপতপ্ত 'রূপের' বেদনা।
১১ কখন আবার ঢিল লাগে 'কার' তুলির টানে ;
১২ পাশেরই গলির চিক-ঢাকা 'ঐ' আকাশে
১৩-১৫ হঠাৎ / রনিয়ে তোলে রসের আবেশ 'ঘনিয়ে তোলে'
১৬ 'সংকেত ঝংকারে'
১৭ আঙুলে [র] / 'আগায়' নাচিয়ে তোলে মাতাল'টা'কে।

কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে পরিবর্তিত পদ বা পদাংশে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেওয়া গেল। ছত্র ১৩-১৫ (কপি-ছাড়ের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে) ও ১৭ স্থলে প্রথম পদ অতিপর্বিক মনে করা সংগত (দণ্ডচিহ্ন টাইপ-কপিতে নাই— এ ক্ষেত্রে আরোপিত) ; শেষোক্ত পদে 'র' অক্ষরটি না লেখা লিপিপ্রমাদ মাত্র ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। হাতে লেখা নবম পাঠে (পৃথক্ টাইপ-কপিও আছে) নকলকারী সম্ভবতঃ কবির নির্দেশেই তাহা সংশোধন করিয়া লন। ঐ নকলের উপর রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ বহুবিধ যোগবিয়োগ করিলে পাই এ কবিতার দশম বা শেষ পাঠ, যেটি জন্মদিনে কাব্যের '২৪' সংখ্যার একরূপ আদর্শ বলা চলে। অথচ ঐ 'শেষ' পাঠ ও জন্মদিনে-ধৃত কবিতায় কিছু যে পার্থক্য নাই তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না। যেমন, পূর্বোক্ত পাঠের শেষ স্তবকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্রে শেষ পদ দুইটি যথোচিত কাটিয়া ছাঁটিয়া কবি করেন (জন্মদিনে'র প্রচলিত বা যে-কোনো মুদ্রণ দ্রষ্টব্য) : অশ্লীলতা / অসংযম / ছাপা সেরূপ হয় নাই। প্রুফে কি পূর্বের পাঠই ফিরিয়া আসিয়াছে? অথবা প্রুফ-পাঠক নূতন 'সংশোধন' সম্পর্কে জানিতেন না বা অবহিত ছিলেন না? কবির নির্দেশ-মত হাতে-লেখা নবম পাঠের উনশেষ স্তবকের শেষ ছত্র এরূপ হওয়াই উচিত ছিল : হাউই-ফাটা আগুনঝুরি পাগলা আবেগের। / তাহাও হয় নাই ; শেষ দুটি পদ আগে থাকিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সংরক্ষিত শেষ সংশোধিত ওই পাঠ এ স্থলে সংকলনযোগ্য।

শিল্পী

পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান
বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদন হু হু করে,
মরা দিনের কবর দেওয়া ভিতের অন্ধকার
গুমরে ওঠে প্রেতের কণ্ঠে সারা দুপুর বেলা।
মাঠে মাঠে শুকনো পাতার ঘূর্ণিপাকে
হাওয়ার হাঁপানি।

হঠাৎ হানে বৈশাখী তার বর্বরতা
ফাগুন দিনের যাবার পথে।

সৃষ্টি-পীড়া ধাক্কা লাগায়
শিল্পকারের তুলির পিছনে।
রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে
রূপের বেদনা,
সাথীহারার তপ্ত রাঙা রঙে।
কখনো বা ঢিল লেগে যায় তুলির টানে;
পাশের বাড়ির চিকঢাকা ঐ ঝাপসা আকাশতলে
হঠাৎ যখন রনিয়ে ওঠে
সংকেত ঝংকার;
আঙলের ডগার পরে নাচিয়ে তোলে মাতালটাকে।
গোধূলির সিঁদুর ছায়ায় ঝ'রে পড়ে
হাউই-ফাটা আগুনঝুরি পাগলা আবেগের।

বাধা পায় বাধা কাটায় চিত্রকরের তুলি।
সেই বাধা তার কখনো বা হিংস্র অশ্লীলতা,
কখনো বা মদির অসংযম।
মনের মধ্যে ঘোলাস্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে
ভেসে চলে ফেনিয়ে ওঠা অসংলগ্নতা।
রূপের বোঝাই ডিঙি নিয়ে চলল রূপকার,
রাতের উজান স্রোত পেরিয়ে
হঠাৎ মেলা ঘাটে।
ডাইনে বাঁয়ে সুর-বেসুরের দাঁড়ের ঝাপট চলে,
তাল দিয়ে যায় ভাসান খেলা শিল্পসাধনার॥

শান্তিনিকেতন
২৫।২।৩৯

সংশোধিত দশম পাঠ / যৎসামান্য লিপিপ্রমাদ বর্জিত

বলা বাহুল্য হইবে না, 'শিল্পী'র রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-ধৃত ও 'কবিতা' পত্রে প্রচারিত রূপ আসলে কাব্য বা অন্তরঙ্গ ভাবে কবিতা হইলেও গদ্যের আকারে লেখা ও ছাপা হয়।

'পুনশ্চ'-অনুগামী রীতিমত গদ্যছন্দের তাল মান শব্দস্পন্দ ও রূপ লয় ক্রমে ক্রমে। আর, পূর্বোক্ত অষ্টম পাঠ হইতেই প্রথাগত কবিতার ছন্দে ইহার ছত্রগুলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে; ছন্দোবিৎ ইহাকে বলিবেন 'দলমাত্রিক মুক্তক' বা মুক্তগতি ছড়ার ছন্দ—ছত্রে ছত্রে 'মিল' বা অন্ত্যানুপ্রাস নাই।

অধিকাংশ মুখ্যপাঠ তুলনায় আলোচনা করিলে জিজ্ঞাসু ও রসিক পাঠক লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই, কবিকৃতির রীতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও কথঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারিবে। সংরক্ষিত পাঠের তৃতীয় ও পঞ্চম বাদে সব কয়টি এ স্থলে উদাহৃত বা আলোচিত হইল। মুদ্রিত প্রথম লিপিচিত্রে প্রথম পাঠের আভাস ও প্রত্যক্ষ দ্বিতীয় পাঠ পাওয়া যাইবে; দ্বিতীয় চিত্রে নবম ও দশম উভয় পাঠ সম্পর্কেই পরিষ্কার ধারণা হইতে পারিবে।

শিল্পী ॥ জন্মদিনে। ২৪

সংরক্ষিত, পরস্পরসম্বদ্ধ, পাণ্ডুলিপি ও পাঠের পরিগণনা—

প্রাক্‌পরিবর্তন		পরিবর্তনোত্তর
পাঠ ১	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি রুল-টানা ১ পাতার ১ পিঠে	
	তা° ২২.২.৩৯। উহাতে পরিবর্তনের ফলে	পাঠ ২
পাঠ ২	পাণ্ডু. ২৫৮ -ধৃত নকলের শেষে সামান্য পরিবর্তন	পাঠ ৩
	পুনশ্চ পরিবর্তনে 'কবিতা' (আষাঢ় ১৩৪৬) -ধৃত	পাঠ ৪
পাঠ ৪	৩ পাতায় পুরোবর্তীর নকল। পরিবর্তন-হেতু	পাঠ ৫
পাঠ ৫	১ পাতায় পুনশ্চ নকল। পূর্ববৎ	পাঠ ৬
পাঠ ৬	টাইপ প্রথম বার। ২টি ছাপ। একটির পরিবর্তনে	পাঠ ৭
পাঠ ৭	দ্বিতীয় বার। পূর্ববৎ। পূর্ববৎ	পাঠ ৮
পাঠ ৮	তৃতীয় বার। পূর্ববৎ। পূর্ববৎ	পাঠ ৯
পাঠ ৯	চতুর্থ বার। পূর্ববৎ। অপিচ অন্যের নকলে	
	কবির পরিবর্তন	পাঠ ১০

অতঃপর 'জন্মদিনে'-ধৃত কবিতায় ('২৪') পাঠভেদ যৎসামান্য। কৌতূহলী পাঠক সহজেই মিলাইতে পারিবেন।

পঞ্চম পাঠ অবধি গদ্য। ষষ্ঠ-সপ্তম স্পন্দমান গদ্য বা 'পুনশ্চ'-অনুগামী গদ্যছন্দ। অষ্টম হইতে রীতিমত ছন্দের প্রয়োগ: দলমাত্রিক মুক্তক বা মুক্তগতি 'মিল'হীন ছড়ার ছন্দ।

মূল রচনা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ তারিখে। চতুর্থ পাঠ হইতে তারিখ পাওয়া যায় ২৫ ফেব্রুয়ারি। কেবল প্রথম, দ্বিতীয় এবং সম্ভবতঃ চতুর্থ ('কবিতা'র উদ্দেশে প্রেরিত) রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে লেখেন, নকলগুলিতে পরিবর্তন করেন নিজে। চতুর্থ পাঠের পাণ্ডুলিপি ব্যতীত অন্য সমস্তই শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে রহিয়াছে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

পাণ্ডুলিপি-২৭২

ঠাকুর-পরিবারের এই পারিবারিক খাতা সম্পর্কে পূর্বে নানা সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে আলোচনা হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে ইহার প্রবর্তন; রচনার কালব্যাপ্তি মোটের উপর ১২৯৫ কার্তিক হইতে ১২৯৭ চৈত্র অবধি। খাতার মুখপাতে লেখা ছিল: ইহাতে পরিবারের অন্তর্ভূত সকলেই (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন) আপন আপন মনের ভাব-চিন্তা-স্মর্তব্যবিষয়-ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন / এই বিধির পূর্বেই ছিল এই ক'টি: নিষেধ। ১। পেন্সিলে লেখা। ২। আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাতা লইয়া যাওয়া। ৩। যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে তত দিন এ খাতার প্রবন্ধ কাগজ অথবা পুস্তকে ছাপান'।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও এ খাতায় লেখকের তালিকায় পাই: দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ (সকলেই ঠাকুর-পরিবার-ভুক্ত) এবং আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, লোকেন পালিত, সরলা দেবী, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 'লাহোরিনী' শরৎকুমারী চৌধুরানী— যাঁহারা ঠাকুর-পরিবারের আত্মীয় স্বজন বান্ধব -শ্রেণীতে গণ্য। অধিকাংশ লেখার শেষে স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে তারিখও দেওয়া আছে। খাতার প্রত্যেক লেখায় একটি ক্রমিক সংখ্যা আছে '১' হইতে '১০৫' অবধি।[১] তাহার পরের রচনাগুলিতে অভ্রান্ত সংখ্যা বসাইলে পাওয়া যাইতে পারে, '১০৫'—'১১৮'; ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে অনেকগুলি পৃষ্ঠায় বা পৃষ্ঠার অংশবিশেষে প্রণালীবদ্ধ বাংলা শব্দতালিকা (বাংলা শব্দের প্রকৃতি-বিকৃতি) লেখা আছে, তাহাকে পারিবারিক খাতার ২২-সংখ্যক প্রস্তাবের অনুবৃত্তি গণ্য করিলে ক্ষতি নাই। কেননা ঐ সংখ্যায় প্রথম দফায় কিছু শব্দ সংগ্রহ করিয়া শেষে লেখা হয় (p. 22): ক্রমশঃ প্রকাশ্য। / পারিবারিক খাতার 'শেষ' পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সেরূপ ১০ ছত্র শব্দসংগ্রহেই এই যৌথ চিন্তা-ভাবনা আলাপ-আলোচনা ও রচনার পরিবেশনে ছেদ পড়িয়াছে দেখা যায়। তবে এমনও হইতে পারে, কেবল দশ-ছত্র-শব্দ-সংগৃহীত এই বিচ্ছিন্ন পাতাখানি শেষে ছিল না; ছিল আর একখানি পাতা, যাহাতে মুর্শিদাবাদ-কাহিনী গ্রন্থের সমালোচনা লিখিয়া রাখেন রবীন্দ্রনাথ অসমাপ্ত নোটের আকারে। বহুশঃ পরিবর্তিত সংহত ও সম্পূর্ণ করিয়া তাহাই ছাপিতে দেন

---

১ ৯৮'এর শেষাংশ যথাস্থানে না লেখায়, ১০১ অঙ্কে লাঞ্ছিত বা চিহ্নিত। এই প্রমাদ সংশোধন করিলে, যেটি ১০৫-অঙ্কিত তাহার যথার্থ ক্রমিক সংখ্যা হয় '১০৪' এবং এই সংশোধিত অঙ্ক -পর্যায়েই সব-শেষে আসিতে পারে '১১৮'।

১৩০৫ শ্রাবণের ভারতী পত্রে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১২৯৫ হইতে ১২৯৭ অবধি পারিবারিক খাতার যথার্থ কাল-ব্যাপ্তি। তাহার পরেও ১৩০৫ অবধি এই-যে কয়েকটি রচনা লেখকেরা দীর্ঘকালের ব্যবধানে মাঝে মাঝে এ খাতায় লিখিয়া দিয়াছেন (তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা দুইখানি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ও একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ-সমালোচনা আছে)— ইহাকে প্রকৃত পারিবারিক খাতার পরিশিষ্ট গণ্য করা যায়। কিন্তু ইহার পরেই একখানি পাতায়, খাতার তৎকালীন (সুনির্দিষ্ট সময় জানা নাই) স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী পরবর্তী পাতাগুলির রচনা সম্পর্কে এই কয়টি কথা লিখিয়া রাখেন : মূল খাতার অনুক্রম নহে। / বহু পরে সংযোজিত।/ শ্রীইন্দিরা দেবী /

'পারিবারিক খাতা'র কয়েক পাতা খোওয়া গিয়া থাকিবে। অবশিষ্ট পাতার বিজোড় পৃষ্ঠাগুলিতে একাদিক্রমে সংখ্যা বসানোর ফলে পাওয়া যায় : 1-143 / অর্থাৎ, মোট ৭২ পাতা, শেষ পৃষ্ঠায় লেখা নাই। ইহাই পরিশিষ্ট-সহ যথার্থ পারিবারিক খাতা। ইহার পরে ইন্দিরাদেবীর পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য ও নানা গান ও কবিতার সংকলন। রচনা যাঁহার, হাতের লেখাও তাঁহারই, সচরাচর এমন নয়। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পূরবীকাব্য-ধৃত 'শিলঙের চিঠি'ও (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০) আছে। পারিবারিক খাতার অঙ্গ-সংলগ্ন অথচ অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধে-অবদ্ধ এই অংশে আছে কেবল ৯ পাতা বা ১৮ পৃষ্ঠা ; ইহার শেষ পৃষ্ঠায় কোনো লেখা নাই।

খাতাখানি সংরক্ষণের উদ্দেশে প্রত্যেক পাতা বিচ্ছিন্ন করিয়া, অপিচ দুপিঠ আস্বচ্ছ কাপড়ে মুড়িয়া (শেষের কয়েক পাতায় লেখা কম বা এক পিঠ সাদা থাকায়, বাঁধাইয়ের পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ সরল), নূতনভাবে গ্রন্থাকারে বাঁধাই করা হইয়াছে বোর্ড কাপড় ও চামড়া (দাঁড়া ও মলাটের দুই-দুই কোণ) দিয়া। বাঁধাইয়ের দরুন কাটার পরে প্রত্যেক পাতার মাপ দেখা যায় মোটের উপর : ৩২·৫ × ২০ সেন্টিমিটার। প্রতি পৃষ্ঠায় সূক্ষ্ম রুল ৩৪টি।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ এক জন্মদিনে ইন্দিরাদেবী এই খাতাখানি এই বলিয়া তাঁহাকে উপহার দেন : শ্রীমান রথীন্দ্রের / শুভ পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে / বিবি দিদি / ২৭।১১। [১৯]৩৮। রথীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে এ খাতা দান করিয়াছেন।

পেন্সিলে লেখার নিষেধ ছিল খাতার প্রারম্ভে। তাহা প্রায় সকলে মানিয়াছেন। ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক কয়েক পৃষ্ঠার (সব পৃষ্ঠার নয়) শব্দ-সংকলন। খাতা যতদিন লেখা হয় (মুখ্যত: ১২৯৫-৯৭) গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে প্রচারের সম্পর্কে ছিল নিষেধ ; তাহাও প্রতিপালিত হইয়া থাকিতে পারে। এ খাতায় রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণই সমধিক ; সাধনা মাসিকপত্র প্রকাশের (১২৯৮ অগ্রহায়ণ) পূর্বে তাহা ব্যবহার করিবার তেমন কোনো প্রয়োজন হয় নাই। ১২৯৮ সনের পরে বহু জনের বহু রচনাই নানা সাময়িক পত্রে প্রচারিত হইয়াছে দেখা যায়।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের যে লেখাগুলি তাঁহারই হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়, অতঃপর তাহার একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক উল্লেখের সূচনায় মূল খাতা অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইবে।[২] (বলা আবশ্যক, উত্তরকালে মূল খাতার এক নকল প্রস্তুত করা হয়। তালিকা-প্রণয়নে ইহাও কাজে লাগিয়াছে। মূল-ধৃত ক্রমিক সংখ্যা ইহাতে যথাযথ থাকিলেও, পৃষ্ঠাঙ্ক ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে। পারিবারিক *খাতার এই নকলের নির্দেশক সংখ্যা :* ২৭২ এ)—

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ	রচনা	[৩]প্রচার / গ্রন্থে সংকলন
10-৯	বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র।[৪]/ ভারতী ১।১৩১২।৯০	২২ কার্ত্তিক। ১৮৮৮ [১২৯৫][৫]	
12-১১	বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র[৪] / বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে গিয়া একটি প্রধান ব্যাঘাত··· ছবি-আঁকা শব্দ অতি অল্প।··· এক "চলা" শব্দ ইংরাজিতে কত রকমে ব্যক্ত করা যায়— walk, step,		

২ তালিকা-সংকলনের পূর্বে ইহাও উল্লেখযোগ্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা শব্দতত্ত্ব-সম্পর্কিত এক আলোচনায় খাতার সূচনা হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। তৃতীয় পৃষ্ঠাতেই হিতেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন (ভবিষ্যদ্‌বাণীও বলা যায়) রবিকাকার 'মান্যবান ও সৌভাগ্যবান' ভাবী পুত্র সম্পর্কে। রথীন্দ্রনাথের জন্মের পরে এ সম্পর্কে সরস প্রতিমন্তব্য লেখেন মূল মন্তব্যের আশেপাশে বলেন্দ্রনাথ ও সরলাদেবী। (এ সকলই রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি গ্রন্থের সূচনায় উল্লিখিত ও সংকলিত।) খাতার এই পাতার পরপৃষ্ঠায় পাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম লেখাটি।

৩ প্রচার বলিতে সাময়িক পত্রে প্রচার। পত্রের মাস। বর্ষ। পৃষ্ঠাঙ্ক যথাক্রমে উল্লিখিত।

৪ শিরোনাম অভিন্ন হইলেও, একটি হইতে আর-একটি প্রস্তাবের বক্তব্য বিশিষ্ট। দ্বিতীয়ের সূচনার কতকটা সাদৃশ্য, 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধের একাংশে : ভালো করিয়া ছবি আঁকিতে গেলে শুধু গোটাকতক মোটা রং লইয়া বসিলে চলে না ·· শরীরের গতি সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় কত কথা আছে ভাবিয়া দেখিবেন— Walk, run, hobble, waggle, wade, creep, crawl ইত্যাদি / ভারতী ৩।১৩১১।২৬৩ শেষ অনুচ্ছেদ। দেড় দশক সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিষয়টি নানা দিকে পুষ্ট ও পরিণত হইয়া অবশেষে মুদ্রিত প্রবন্ধে এক বিশেষ সিদ্ধান্তের অভিমুখী হইয়াছে সন্দেহ নাই।

৫ রচনার তারিখ নানা সময়ে নানা ভাবে দেওয়া হইয়াছে। হুবহু অনুলিপি অনাবশ্যক। তবে বাংলায় প্রচলিত এবং খৃষ্টীয়, এক সন-তারিখের 'অনুবাদ' আর-একটিতে করিতে হইলে (পুরাতন পঞ্জিকার প্রমাণে) সেটুকু বন্ধনীবদ্ধ হইবে।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ	রচনা	প্রচার / গ্রন্থে সংকলন

move, creep, sweep, totter, waddle, এমন আরো অনেক / ৬ নভেম্বর ১৮৮৮ [২২ কার্ত্তিক ১২৯৫]

তু (১৩১৫) শব্দতত্ত্ব-ধৃত 'ভাষার ইঙ্গিত'। ভারতী ৩, ৪। ১৩১১। ২৬০, ৩৪৮

13 [ক্রমিক সংখ্যা -হীন মন্তব্য : পরনিন্দা নিঃস্বার্থ পরোপকার /লোকেন।— তৎসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ : ইহার অনুবাদ কি হইতে পারে ? / [স্বাক্ষরহীন]

18-১৯ -সূত্রে রবীন্দ্রমন্তব্য : রসিক কথাটার বাঙ্গলা মানে ভাবুক অথবা বিশুদ্ধ Humorous নহে। রসিক কথাটার মধ্যে নাগর শব্দের মত একটা মলিন ভাব আছে। ১৭ নভেম্বর ১৮৮৮ [৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

21-২২ Stray Thoughts about Philology (খানি, খানা) (টি, টা)। কোথায় কোন্‌টা ব্যবহার ? গোটা কতক মত কাল খানার টেবিলে ব[সে]··· ··· ক্রমশঃ প্রকাশ্য।[৬]

22-২৩ হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা।[৭] ১৭ নভেম্বর ১৮৮৮। শনিবার

দেশ, শারদীয়, ১৩৫২। পৃ ১০। দ্র তত্র সংকলিত পরের ২টি প্রস্তাব।

28-29-২৬ ক) স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব / খ) পুরুষের কবিতায় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভাব। / গ) ধর্ম্মে ভয়, কৃতজ্ঞতা, ও প্রেম। / ১৯ নভেম্বর ১৮৮৮

দেশ, শারদীয়, ১৩৫৩। পৃ ১১

32-২৮ আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য[৭] / ২০ নভেম্বর ১৮৮৮

দেশ, শারদীয়, ১৩৫২। পৃ ১৩

32-২৯ কবিতার উপাদানরহস্য। (Mystery) / ২০ নভেম্বর ১৮৮৮

দেশ, শারদীয়, ১৩৫৩। পৃ ১২

33-৩০ সৌন্দর্য্য ও বল।[৮] / ২১ নভেম্বর ১৮৮৮ / তদেব পৃ ১৩

33-৩১ আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব।[৮] / ২১ নভেম্বর ১৮৮৮

দেশ, শারদীয়, ১৩৫৩। পৃ ১৩

---

৬ তারিখ নাই। অব্যবহিত পূর্বে ও পরে (সংখ্যা ২১ ও ২৩) রচনার তারিখ, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর। ১৯'এর সূত্রে রবীন্দ্রমন্তব্যের তারিখ '১৭' হওয়ায় কোনো অসংগতি নাই। উনবিংশ প্রসঙ্গের তারিখ ১৬ নভেম্বরই বটে। পরবর্তী প্রসঙ্গ বে-তারিখ।

৭ উত্থাপিত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে অন্যান্য আলোচনা খাতার ২৪, ২৭ ও ২৮ সংখ্যায় বিধৃত এবং দেশ পত্রে পর-পর সংকলিত।

৮ স্বতন্ত্র সংখ্যায় ও শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ দুইটি মন্তব্য তথা অনুচ্ছেদ কেবল এক তারিখে নয়, হয়তো একই কালে লেখেন। প্রথমটি স্বাক্ষরহীন।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ	রচনা	প্রচার / গ্রন্থে সংকলন

37-৩৫ ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি। (Evolution) / ২২ নভেম্বর ১৮৮৮
[৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

41-৩৯ [সমাজে স্ত্রীপুরুষ প্রেমে]র প্রভাব। / ২৪ নভেম্বর ১৮৮৮
দেশ, শারদীয়, ১৩৫৩। পৃ ১৩

47-৪১ আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রীপুরুষপ্রেমের অভাব। / ২৬ নভেম্বর ১৮৮৮
তদেব / পৃ ১৫

49-৪২ Chivalry.[৯] / ২৬ নভেম্বর ১৮৮৮ / তদেব পৃ ১৫

নূতন অঙ্কপাতে যে দুই পৃষ্ঠা '58' ও '59' তন্মধ্যে মূল খাতায় আর-একখানি পাতা ছিল। তদভাবে ৫১-সংখ্যক প্রস্তাব বিলুপ্ত এবং ৫২ সংখ্যারও সূচনাংশ নাই; কিন্তু যাহা আছে তাহা হইতেই মূল লেখার পরিচয় পাই এরূপ—

59-[৫২] [বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ। /··· গীত]গোবিন্দ আধুনিক এবং তাহাকে এক হিসাবে গান না বলিলেও চলে। ··· স্বরসংযোগ গৌণ। / ক্রমশঃ। / ৩১ অগ্রহায়ণ[১০] শুক্রবার [১২৯৫] [১৪ ডিসেম্বর] ১৮৮৮ যোড়াসাঁকো
সাধনা ৪।১২৯৯।২১০-১৩-১৪ / দ্র সংগীতচিন্তা (১৩৭৩) পৃ ২২১ ছ ১৫ হইতে প্রসঙ্গশেষ অবধি। অপিচ ছন্দ (১৩৬৯), পৃ ১৭৫

---

৯ শারদীয় দেশ পত্রে (১৩৫৩) পারিবারিক খাতা হইতে একই প্রসঙ্গ-সূত্রে-গাঁথা ২৬, ২৯-৩১, ৩৩, ৩৯, ৪১-৪৭, ৫০, সব কয়টি (১৪টি) প্রস্তাব পর পর সংকলনের পূর্বে সংকলক শ্রীপুলিনবিহারী সেন পঞ্চভূত গ্রন্থের নরনারী প্রবন্ধে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঞ্চভূতের অন্যান্য প্রবন্ধে এমন আরও অনেক বিষয় আছে যাহা আলোচ্য পারিবারিক খাতারও উপজীব্য। খাতার আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা লইয়াছেন অনেকে। সেই অনেকের অনেক আলোচনা ছাঁকিয়া, একের প্রতিভাস্পর্শে আদ্যন্তে নূতন প্রাণ নূতন সৌন্দর্য উদ্দীপিত করিয়া, নূতন ভাব ভাষা রস সঞ্চার করিয়া ১২৯৯-১৩০২ সনে (পারিবারিক খাতার কাল ১২৯৫-৯৮) পঞ্চভূতের সৃষ্টি, এরূপ ভাবিলে তাহা সর্বথা অমূলক কল্পনা হইবে না। বর্তমান-পাদটীকায়-নির্দিষ্ট পূর্বপ্রস্তাবগুলির মধ্যে ৩৩-সংখ্যক লেখেন লোকেন পালিত, '৪৩' শরৎকুমারী চৌধুরানী, '৪৪' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৪৫ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, '৪৬' সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৪৭' অক্ষয় চৌধুরী এবং '৫০' শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। রচনা : ১৯ নভেম্বর - ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৮

১০ শতাব্দপঞ্জিকা অনুসারে ৩০ তারিখে অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তি এবং শুক্রবার। '৩১' তারিখটি ভুল হইতে পারে।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ রচনা প্রচার / গ্রন্থে সংকলন

60-৫৫ সৌন্দর্য্য। / ৫৩ সংখ্যক প্রস্তাবে বড়দাদা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে[১১] / ১৯ ডিসেম্বর ১৮৮৮ [৬ পৌষ ১২৯৫]

দেশ, শারদীয়, ১৩৫২। পৃ ১৫

69-৬২ শরৎকাল*/ [১৬] আশ্বিন। সপ্তমীপূজা। [১২৯৬ / ১ অক্টোবর] ১৮৮৯ মানসী, ৬।১৩২০ [সংকলন: সমকালীন, ১০। ১৩৬৭। ৬২৪] তুলনীয় পঞ্চভূতের ডায়ারি, অনুচ্ছেদ ২-৩ / সাধনা, ১১।১২৯৯।৩১৭-১৯ [সার-সংকলন : পঞ্চভূত / গদ্য ও পদ্য, অনুচ্ছেদ ১]

70-[৬৩ Dialogue / আলোচনার বিষয় সাহিত্য। আলোচক রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও লোকেন পালিত। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন: সাহিত্য জিনিষটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না বলবার ভঙ্গীর উপর / লিপিকার প্রথম দিকে সম্ভবতঃ লোকেন পালিত, অতঃপর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।][১২]। ১ অক্টোবর ১৮৮৯ [১৬ আশ্বিন ১২৯৬]

73-৬৪ সাহিত্য। / যেটুকু সাহিত্যের মর্ম্ম, তাহা সংজ্ঞার মধ্যে ধরা দেয় না। তাহা প্রাণ পদার্থের মত— / ২ অক্টোবর ১৮৮৯

75-[৬৫ সাহিত্য। / (৬৩ সংখ্যক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)[১২*] / প্রমথ চৌধুরী / ২ অক্টোবর ১৮৮৯]

---

১১ বর্তমান প্রস্তাবের পূর্বে ও পরে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রশ্ন ও সাধুবাদ -জ্ঞাপক প্রস্তাব-দুইটি দেশ পত্রে যথাক্রমে সংকলিত। সাধুবাদ দিয়া, প্রস্তাব ৫৬'র শেষে দ্বিজেন্দ্রনাথ নূতন প্রশ্ন তোলেন (দেশ, পৃ ১৬), রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক খাতায় হয়তো তাহার প্রত্যুত্তর দেন নাই ? (প্রশ্ন, উত্তর, সাধুবাদ— দেশ পত্রে পর পর মুদ্রিত।)

১২ এই আলাপচারির বেশির ভাগ প্রমথ চৌধুরী ও লোকেন পালিতের উক্তি প্রত্যুক্তি, রবীন্দ্রনাথের নয়। তথাপি পরবর্তী রবীন্দ্র-প্রস্তাবের উপলক্ষ্য বুঝিতে হইলে ইহার উল্লেখের ও সংকলনের প্রয়োজন আছে। এই আলাপেই প্রমথ চৌধুরীকে লোকেন পালিত বলেন 'mystic'। ৬৫-সংখ্যক প্রস্তাবে প্রমথ চৌধুরী তাই সবিস্তারে লেখেন 'Living Fact'কে সাহিত্যের বিষয় বলায় কিরূপ এবং কত দূর মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ হয়।

একই আলোচনা-সূত্রে ৬৩-৬৪-৬৫-সংখ্যক লেখা ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত। বলা আবশ্যক, পারিবারিক খাতায় প্রস্তাব ৬৪ ও ৬৫, উভয়ের মধ্যে আছে 'Education' সম্পর্কে লোকেন পালিতের আরও এক আলোচনা। ইহার ক্রমিক সংখ্যা নাই এবং তারিখও অনুমেয় মাত্র।

১২* এই ছত্র-দুটি রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ রচনা প্রচার / গ্রন্থে সংকলন
77-৬৬	রাজা ও রাণী / রাজা ও রাণী সম্বন্ধে বড়দাদা আমাকে একখানি ছোট চিঠি লিখিয়াছেন।... কাপি করিয়া দিলাম। / ২ অক্টোবর ১৮৮৯ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (শ্রীপুলিনবিহারী সেন), ১৩৮০। পৃ ২৫৮-৫৯
78-৬৮	বাঙ্গলায় লেখা। / ৬ অক্টোবর ১৮৮৯
79-৬৯	অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সঙ্গীত। / ৬ অক্টোবর ১৮৮৯
87-৭৫	ছেলেবেলাকার শরৎ কাল / ১০ অক্টোবর ১৮৮৯ [২৫ আশ্বিন ১২৯৬] দেশ, শারদীয়, ১৩৫৪। পৃ ১০
99-৭৯	সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে notes। / '১৫ই বোধ হয়।' অক্টোবর ১৮৮৯ ভারতী ও বালক, ৪।১২৯৯।২৩৫ [নামান্তর : সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব
101-৮০	পুনশ্চ নিবেদন। /...বড়দাদা Free will সম্বন্ধে লিখিবেন... প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া দিলাম। / [১৫ অক্টোবর ১৮৮৯]
102-৮৪	ইন্দুর-রহস্য / দিন কতক দেখা গেল সুরির দুটো একটা বাজনার বই · একটা ইন্দুর রাতারাতি / ১৬ অক্টোবর ১৮৮৯ / তুলনীয়— বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, শেষ ২ অনুচ্ছেদ, পঞ্চভূত তথা সাধনা, ৫-৭।১৩০২।৪৬৬-৬৭
103- [৮৫	চুম্বন / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৬ অক্টোবর ১৮৮৯] [৩১ আশ্বিন ১২৯৬] +
104- ৮৬	ঐ। / ১৬ অক্টোবর ১৮৮৯ / দেশ, শারদীয়, ১৩৫২। পৃ ১৬
104-৮৭	কাজ ও খেলা। / ১৭ অক্টোবর ১৮৮৯ [১ কার্ত্তিক ১২৯৬] দেশ, শারদীয়, ১৩৫২। পৃ ১৪ / পারিবারিক খাতার ৭৩ ও ৭৪ সংখ্যায় প্রসঙ্গ-উত্থাপন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। পূর্বোক্ত দেশ পত্রে (পৃ ১৩ ও ১৪) সংকলিত।
112-14-৯৮	বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা / ২৪ মার্চ ১৮৯০ [১২ চৈত্র ১২৯৬] সাধনা ১।১২৯৯।৪৭১ [সংকলন : সাহিত্য (১৩৬১-৭৬)। সাধনায় তথা সাহিত্য গ্রন্থে প্রবন্ধের শেষ ভাগ (অন্যূন এক-চতুর্থাংশ) বর্জিত।
128-129-[১১০ সূচনাংশ]	[কাব্য] / কাব্যের আসল জিনিষ কোন্‌টা / সাধনা ১২।১২৯৮। ৩৮৪ [সাহিত্য (১৩৬১-৭৬)। সাধনায় তথা সাহিত্যে প্রথম অনুচ্ছেদ বর্জিত। অপিচ শেষের বহুলাংশ, যথা—
129-131-[১১০ শেষাংশ]	এইখানে আমি এমন একটা কথা বলিতে চাহি... নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া বা পুরাতন সত্য ব্যাখ্যা করিয়া নহে। / বির্জ্জীতলাও। ১২ জানুয়ারি ১৮৯১ [২৯ পৌষ ১২৯৭] লেখন [১৩৫৬, সাময়িক সংকলন : শ্রীশুভেন্দু ঘোষ] পৃ ১-৪
131-[১১১]	মানুষের সবলতা দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে ভাব্‌তে ভাব্‌তে / "টেম্‌স্‌ জাহাজ।" [১৪] অক্টোবর ১৮৯০ [২৯ আশ্বিন ১২৯৭] / দ্রষ্টব্য, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ রচনা প্রচার / গ্রন্থে সংকলন
	(শতপূর্তি সংস্করণ, ১৩৬৭) পৃ ১৯৩। ছ ২১ - ১৯৫।১১ (মূল ২টি অনুচ্ছেদের ঈষৎ পরিবর্তন)[১৩]
132-[১১২]	Natural Selectionএর নিয়ম বরাবর সরল রেখায় / বির্জ্জিতলাও ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ [১৪ ফাল্গুন ১২৯৭] / তুলনীয় পূর্বোক্ত য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (১৩৬৭), পূর্বানুবৃত্তিতে পৃ ১৯৫। ছ ১২ - ১৯৬।৯ (মূলের বিশেষ সম্প্রসারণ)[১৩]
133-[১১৪ক]	ঘানির বলদ যদি মনে করে আমি যতই ঘুরচি ততই নূতন রাজ্য আবিষ্কার করচি / ৬ এপ্রিল। সোমবার। ১৮৯১ তদেব খ] মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময়ে মনে হয়, গোলাকার মাথাটা নিয়ে··· কতকগুলো জীবনের বুদ্‌বুদ / ৬ এপ্রিল ১৮৯১। বির্জ্জিতলাও [২৪ চৈত্র ১২৯৭]
135-[১১৬]	চন্দ্রনাথ বসুর পত্রোত্তর / হিতবাদীতে অকাল বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা / ২১ শ্রাবণ [১২৯৮ / ৫ অগস্ট] ১৮৯১ / বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭-৯।১৩৫১।১৩৭
137-[১১৭]	বৈষ্ণবধর্ম্ম / প্রভাতকুমারের পত্রোত্তর। / বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তত্ত্বটি আমি / পতিসর। নাগর নদী বোট / ৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২ [২৪ নভেম্বর] ১৮৯৫ প্রবাসী ১।১৩৭৯।২ [সামান্য পাঠভেদ আছে]
138-40	'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' ২২'এর অনুবৃত্তি ধরা যায়: কড়াৎ কপাৎ কচ্, কট্, কপ্, কুচ্, ×, কুট্, ক্যাঁচ, খক্ [?], খচ্, খট্··· ইলিবিলি। ইনিয়ে বিনিয়ে। ইজিবিজি উস্‌খুস্ /[১৪]
[143][১৫]	ম-এর পূর্ব্বে অকারের বিকার যথা— শ্রম, ভ্রম, ভ্রমণ··· রফলা বিশিষ্ট অকার ওকার হয় যথা ত্রস্ত, প্রভা, প্রশ্ন··· হাতা, হাতী /[১৪]

---

১৩ 'মূল' বলিতে উভয়তই— শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ২৫০। ইহাই 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি: খসড়া'র মূলাধার। রবীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে মন্তব্য-যুগল (মোট ৩টি অনুচ্ছেদ) একই দিনে লেখেন, ১৪ অক্টোবর ১৮৯০। ৪ নভেম্বর দেশে পৌঁছেন। দেখা যাইতেছে, ডায়ারির লেখা কয়েক মাস পরে 'পারিবারিক খাতা'য় সংকলন করিতে গিয়া যথেষ্ট সম্পাদনা করা হয়। এই সম্পাদনার ভিন্নরূপ নিদর্শন হয়তো পাওয়া যাইত সাধনায় প্রকাশিত (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯, পৃ ৩১৭) য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে ('জাহাজের কাহিনী') এই প্রসঙ্গ একেবারে বাদ না পড়িলে।

১৪ উল্লিখিত পৃষ্ঠায় এখানেই রচনার শেষ, অর্থাৎ ইহার বেশি হয়তো লেখা হয় নাই।

১৫ পৃষ্ঠা-পারম্পর্য আমাদের অনুমান মাত্র। খাতার এই পাতাগুলি হয়তো বিচ্ছিন্ন

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ	রচনা	প্রচার / গ্রন্থে সংকলন

[141-42]-[১১৮][১৬] মুর্শিদাবাদ-কাহিনী* (নোট) / *শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এ, প্রণীত··· / বইখানি একটি বৃহৎ বিষাদপুরের চিত্র। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন পোড়ো বাড়ি, ভাঙ্গা দেবালয় এবং ঘন জঙ্গলে ··· ··· ··· ··· গ্রন্থশেষে তাহা নন্দকুমার /[১৪] (তারিখ-হীন) তুলনীয় মুর্শিদাবাদ-কাহিনী : ভারতী, ৪।১৩০৫।৩৮২ [সংকলন : ইতিহাস (১৩৬২), পৃ ১৫২

দেখা যাইতেছে, শেষ যে কয়পাতা শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর বিচারেই পারিবারিক খাতার অংশ নয়, তাহা বাদে ইহাতে বর্তমানে রহিয়াছে ১৪৩ পৃষ্ঠা। ছোটো-বড়ো-নির্বিশেষে ১১৮।১১৯টি প্রসঙ্গ থাকা উচিত; অথচ কমই আছে। ১১৮টি প্রসঙ্গে ক্রমিক সংখ্যা পড়িয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে '৮০' সংখ্যাটি বাহুল্য মাত্র, কেননা উহা '৭৯' সংখ্যারই 'পুনশ্চ নিবেদন' মাত্র। ৬৪ ও ৬৫'র অবকাশে লোকেন পালিতের Education সম্পর্কে ইংরেজি রচনাটি হিসাবে ধরা হয় নাই : ইহা অবশ্যই গণনার প্রমাদ। পক্ষান্তরে, ক্রমিক সংখ্যা ৫৬'র পরে '৫০' বাদ দিয়াই '৫৮' পাই, ইহা গণনার প্রমাদ মনে করা যায় না; কেননা, '৬১' সংখ্যার সূচনাতেই (p. 67) বলা হয় : ৫৭ সংখ্যক প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে, তার থেকে আমাদের বাড়ীর পূর্ব্ব অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ হয়। ইত্যাদি। (৬১ সংখ্যার শিরোলিখন : ভাই বোন সমিতি প্রবন্ধ পাঠে / লেখক বলেন্দ্রনাথ।) অতএব, ৫৭-সংখ্যক প্রস্তাব -সহ পারিবারিক খাতার ২।১ পাতা হারাইয়া গিয়াছে বা খুলিয়া লওয়া হইয়াছে, ইহাই সম্ভবপর। অপর যে প্রবন্ধ বা প্রস্তাব -লেখা পাতা স্পষ্টতই খোওয়া গিয়াছে তাহা এখনকার '58' ও '59' পৃষ্ঠার অন্তর্বর্তী এবং 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' বিষয়ে রবীন্দ্র-প্রস্তাবের প্রথম অংশের আধার ছিল তাহা তালিকা-ধৃত [৫২] সংখ্যাতেই জানা যাইবে। যাহা হউক, যাহা সম্পূর্ণ খোওয়া গিয়াছে, যাহা অংশতঃ পাওয়া যায়, যাহা পর্যায়-সংখ্যা না দিয়াই লেখা হয়, সমুদয় ধরিলে হরণ-পূরণে মোট প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ ১১৮টি মনে হয়। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা-সংখ্যা (উনবিংশ প্রস্তাব -সূত্রে যৎসামান্য মন্তব্য, অথবা p 13 -ধৃত একটি বাক্যের ইংরেজি কী হইতে পারে এই প্রশ্ন, যাহা সবই পূর্বতালিকাসূত্রে সংকলিত,

---

বিশৃঙ্খল ছিল ; নতুন বাঁধাইয়ের সময় যথাস্থানে বসানো হয় নাই। এ স্থলে pp. 138-40-শেষে p. 143-ধৃত প্রসঙ্গ আনা হইল একই বিষয়ের অনুবৃত্তি দেখানোর উদ্দেশে।

১৬ পৃষ্ঠা-পারম্পর্য অনুমিত এবং ক্রমিক সংখ্যাও পূর্বধৃত সংখ্যাগুলির অনুসারে বর্তমানে আরোপিত। এ রচনা বা রচনার 'নোট' অসম্পূর্ণ। যেরূপ সবিস্তার আলোচনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়, প্রচারিত ও প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনা তদনুপাতে সংহৃত। [তারা-চিহ্ন মূলে আছে ; গ্রন্থের নামের পরেই লেখকের নামোল্লেখ উদ্দেশ্য কি ?

বাদ দিলে) মোট — ৩১টি। অধিকাংশই পরিবর্জিত বা পরিমার্জিত রূপে, কখনো বা স্বরূপে, পত্রিকাদিতে প্রচারিত / গ্রন্থে প্রকাশিত। অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাও রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু বিদ্বজ্জনের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পর পরিবারিক খাতা হইতে যে-সকল সংকলন নানা পত্রিকায় প্রচারিত তাহার অধিকাংশের হিসাব মিলিবে সংকলিত তালিকায়। পূর্বে এ-সকল বিশেষভাবে সংকলন করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। রবীন্দ্ররচনার প্রসঙ্গ-সূত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ -লোকেন পালিত ইঁহাদের রচনাও উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। পারিবারিক খাতা হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথের দর্শন-সম্পর্কিত প্রস্তাব সংকলন করা হইয়াছে ত্রৈমাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫২ কার্তিক-পৌষ সংখ্যায়, পৃ ১২৭-৩০। পারিবারিক খাতা হইতেই যথোচিত মন্তব্যাদি-সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের নানা রচনার সংকলন করিয়াছেন বিশ্বভারতী পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭) ও রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৮০) অধ্যাপক শ্রীপশুপতি শাশমল। দিল্লীর বঙ্গভবন হইতে প্রকাশিত দিগন্ত পত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ সংকলনে অধ্যাপক মহাশয় 'পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্ররচনা' নামে যে বিস্তারিত তালিকা ও বিবরণ প্রচার করিয়াছেন, তাহাও দ্রষ্টব্য।

পারিবারিক স্মৃতিলিপিপুস্তকে মনস্বিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর বা গৃহকর্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কোনো প্রস্তাব যে পাওয়া যায় না (লাহোরিনী শরৎকুমারী চৌধুরানী ছাড়া কাহার বা পাওয়া যায় ? সরলা দেবীর যৎসামান্য মন্তব্য আছে নবজাত রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কে), ইহা একটু বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে।

'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' হইতে রবীন্দ্রনাথের নানা আলোচনা অতঃপর একত্র সংকলন করা হইল ; অধিকাংশ ইতঃপূর্বে অপ্রকাশিত।

‘পারিবারিক খাতা’য় সাহিত্যপ্রসঙ্গ[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র

বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে গিয়া একটি প্রধান ব্যাঘাত এই দেখিতে পাই, বাঙ্গলা ভাষায় ছবি-আঁকা শব্দ অতি অল্প। কেবল উপ্‌রি-উপ্‌রি মোটামুটি একটা বর্ণনা করা যায় মাত্র, কিন্তু একটা জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলা যায় না। লেখকের ক্ষমতার অভাব তাহার একমাত্র কারণ নহে। দৃষ্টান্ত— এক “চলা” শব্দ ইংরাজিতে কত রকমে ব্যক্ত করা যায়— Walk, step, move, creep, sweep, totter, waddle, এমন আরো অনেক শব্দ আছে। উহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন ছবি রচনা করে, কেবল মাত্র ঘটনার উল্লেখ করে না। ইহা ছাড়া গঠনবৈচিত্র্য, বর্ণবৈচিত্র্য সম্বন্ধে ইংরাজিতে বিচিত্র শব্দ আছে। আমরা কখনও প্রকৃতিকে স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করি নাই। আমাদের চিত্রশিল্প নাই; আমাদের চিত্রে এবং কবিতায় প্রকৃতির অতিবর্ণনাই অধিক। আমরা যেন চক্ষে কিছুই দেখি না— অলস কল্পনার মধ্যে প্রকৃতি বিকৃতাকার ধারণ করিয়া উদিত হয়। আমাদের শরীরবর্ণনা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মানবদেহের এরূপ সামঞ্জস্যহীন অনৈসর্গিক বর্ণনা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমরা মোটামুটি একটা তুলনার দ্রব্য পাইলেই অম্‌নি তাহার সাহায্যে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করি। পরিষ্কার ছবি ব্যক্ত করিবার ঔদাসীন্য থাকাতে আমাদের ছবির ভাষা নাই। বিরহিণীর বিরহাবস্থা-বর্ণনায় আমাদের অতিকল্পনা ও স্বভাবের প্রতি মনোযোগহীনতা প্রকাশ পায়। আমরা আলস্যবশতঃ চোখে যেটুকু কম দেখি, কোণে বসিয়া মনে মনে একটা ঠাট গড়িয়া সেটুকু পূরণ করিয়া লই। আমরা অল্পস্বল্প দেখি, অথচ খুব বিস্তৃত করিয়া generalize করি। তাড়াতাড়ি একটা প্রকাণ্ড system বাঁধিয়া লই, কিন্তু অগাধ কল্পনার ভাণ্ডার হইতে তাহার সরঞ্জাম সঞ্চয় করি। আমাদের অপরিমিত কল্পনা আমাদের নিরীক্ষণশক্তির আগে আগে ছুটিয়া চলে, একটু দেখিবামাত্র তাহার কল্পনা মস্ত হইয়া উঠে। এইজন্য জগৎ স্পষ্ট দেখা হইল না— অথচ সকল বিষয়ে মস্ত মস্ত তন্ত্র বাঁধা হইল। পৃথিবীর একটুখানি দেখিয়াই অম্‌নি সমস্ত পৃথিবীর একটি বিস্তৃত ভূগোলবিবরণ রচনা করা হইয়াছে, এমন আরো দৃষ্টান্ত আছে।

6-11-88 [২২ কার্ত্তিক ১২৯৫]

---

১ রবীন্দ্রনাথ-রচিত সাহিত্যপ্রসঙ্গ বর্তমান সংকলনের মুখ্যভাগ; কদাচিৎ ধর্মনীতি বা অনুরূপ তত্ত্বালোচনা। খাতায় প্রায় প্রত্যেক প্রসঙ্গের শেষে যে রবীন্দ্রস্বাক্ষর আছে তাহা অনাবশ্যক বোধে সংকলন করা হয় নাই। অত্র সংকলিত অন্যের রচনায় যেখানে যে স্বাক্ষর আছে তাহা প্রদর্শিত।

৩১ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অভিব্যক্তি। (Evolution)

অভিব্যক্তিবাদ বলে একেবারে সম্পূর্ণ আকারে সৃষ্ট না হইয়া নিখিল ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। এক কালে মনে হইয়াছিল এই মত ধর্ম্মের মূলে আঘাত করিবে, তাই ধর্ম্মযাজকগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এ মত সহিয়া গেল, সকলে মানিয়া লইল, অথচ ধর্ম্মের মূল অবিচলিত রহিল। লোকে হঠাৎ-সৃষ্টি অপেক্ষা অমোঘ সৃষ্টিনিয়মের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাব অধিক উপলব্ধি করিতে লাগিল। একদল লোকের বিশ্বাস আমাদের মনের ধর্ম্মভাব, ঈশ্বরধারণা সহজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। আর একদল লোক বলেন তাহা ভূতের ভয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অভিব্যক্ত। প্রথমোক্ত দল ভয় করেন যে শেষ মতটি প্রমাণ হইলে ধর্ম্মের মূলে আঘাত লাগিবে। কিন্তু আমি সেরূপ আশঙ্কা দেখি না। ভূতের ভয় হইতেও যে অসীম ঈশ্বরের ভাব আমাদের মনে বিকশিত হইতে পারে ইহা পরম আশ্চর্য্য। স্বার্থপরতা হইতে মানবধর্ম্মনীতি ক্রমে নিঃস্বার্থপরতার অভিমুখীন্ হইতেছে ইহাতেই মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত মঙ্গলনিয়ম অধিক মাত্রায় অনুভব করা যায়। বীজে ও বৃক্ষে যেমন দৃশ্যমান প্রভেদ, এমন আর কিছুতে না, কিন্তু বৃক্ষ হইবার উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে বর্ত্তমান। বাষ্প হইতে সৌরজগতের অভিব্যক্তি বলিলে সৌরজগৎ যে বাষ্পেরই সামিল হইয়া দাঁড়ায় তাহা নহে। ইতিপূর্ব্বে অমঙ্গল ও মঙ্গলকে, সয়তান ও ঈশ্বরকে দুই বিপরীত শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছিল। এখন অভিব্যক্তিবাদ হইতে আমাদের মনে এই ধারণা হইতেছে অসত্য হইতে সত্য অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উদ্ভূত হয়। সত্যের নিয়ম মঙ্গলের নিয়ম অসত্য এবং অমঙ্গলের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। অনন্ত জগতের অনন্ত কার্য্য সমগ্রভাবে দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আংশিকভাবে দেখিতে গিয়া আমরা সকল সময়ে পাপ পুণ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না তথাপি মঙ্গল অভিব্যক্তির প্রতি আমাদের এমনি বিশ্বাস যে মন্দের মধ্যে হইতেও ভাল হইবে এই বিশ্বাস অনুসারে উপদেশ দিতে ও কাজ করিতে আমরা কিছুতেই বিরত হই না। অতএব অভিব্যক্তিবাদে এই মঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস আমাদের মনে আরো বদ্ধমূল করিয়া দেয়, মনে হয় সৃষ্টির [মধ্যে যে] মঙ্গল কার্য্য দেখিতেছি তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার ক্ষণিক খেয়াল নহে, তাহা সৃষ্টির সহিত অবিচ্ছেদ্য অনন্ত নিয়ম।

[২২]১১।৮৮ [৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

৬৩ Dialogue

Literature

Dramatis Personae

R. Tagore

P. Chaudhuri

L. Palit.

P. Ch. একটা কোন বিষয় আলোচনা করা যাক।

L. P. তার দরকার কি ? Vast Worldএ একটা না একটা subject পাওয়া যায়ই।

R. T. সাহিত্য জিনিষটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না বলবার ভঙ্গীর উপর

L. P. বুঝিয়ে বল।

P. C. সাহিত্যের বিষয়টা কি ?— Guide book আর Book of travelsএ ঢের তফাৎ।

R. T. ঐতেই ত আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল— দুটোরই বিষয় এক, খালি manner তফাৎ

L. P. দুটোর বিষয় আমার মতে তফাৎ, কেননা different points of view থেকে deal করা হচ্ছে— যেমন Physics আর Chemistry.

P. C. Guide booksএ খালি fact পাওয়া যায়— Book of travelsএ personal element আছে— আর তাইতেই literature হয়। impersonal informationএ science হতে পারে। literature হয় না।

R. T. তা হলে দেখতে হবে কিসে personality প্রকাশ হয়।

L. P. সেটা কি methodএর question নয় ?

P. C. Method ত আর খালি style নয়

L. P. Rhetorical point of view থেকে।

R. T. Mere facts সরল ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে emotions express করতে হলেই ভাষাকেও নিজের মনের মতন করে গড়ে তুলতে হয় যাতে নিজের ভাব নিজে ভাল রকম ব্যক্ত করে উঠতে পারে।

P. C. Put করবার তফাৎ তত নয়— যত দেখবার তফাৎ। একজন যত points দেখছে আর এক জনা তত হয়ত দেখছে না— feelingsএর question তত নয়— knowledge-এরও question হতে পারে।

R. T. তাহলে তুমি বলছ যে কতকগুল points literatureএর পক্ষে বেশি উপযোগী।

P. C. না তা ঠিক নয়। জ্ঞানস্পৃহা, সৌন্দর্য্যস্পৃহা ইত্যাদি আমাদের অনেক faculties আছে,— Science & Art আলাদা department নিয়ে deal করে ; কিন্তু literature

সমস্ত faculties এর সামঞ্জস্য দেয়। নিদেন তাই literatureএর চেষ্টা—সব সময়ে perfect success হয় না।[২]

L. P. আগে দেখা উচিত Literatureএর end কি? তাহলেই আমরা বুঝতে পারব তার subject এবং তার method কি রকম হওয়া উচিত।

P. C. Mathew Arnold বলেন Literatureএর উদ্দেশ্য humanize করা। মানুষের যতগুলি ভাল প্রবৃত্তি আছে তার প্রত্যেকটার Perfect developmentএর সহায়তা করা। জ্ঞানস্পৃহা সৌন্দর্য্যস্পৃহা প্রভৃতি সকল বৃত্তির সম্যক স্ফূর্তি সাধন করা। আমি বলি সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হচ্ছে enjoyment মুখ্য ও instruction গৌণ হওয়া।

L. P. খুব ঠিক। তাহলে দাঁড়াল এই যে আমাদের emotional natureএ সব চেয়ে বেশি appeal করবে। আমি ধরে নিচ্চি যে ethical মানে emotional। এই senseএ যে ethics emotionএর through দিয়ে literatureএ act করে। Reasonএর through নয়।

P. C. এ সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। সত্য দুই ভাবে দেখা যায়। প্রথম— চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয়— feel করবার বিষয়। literatureএ আমাদের জীবন্ত সত্যর সঙ্গে পরিচিত করে। সত্যকে তাহার সমগ্রভাবে আমাদের আয়ত্তগত করে। দৃষ্টান্ত— প্রকৃতিকে আমরা Physical Scienceএর মতে Matter এবং Forceএর একটা সমষ্টি বলে মনে করতে পারি মাত্র। কিন্তু প্রকৃতিকে তার সমস্ত সৌন্দর্য্যর সঙ্গে একটা palpable concrete thing বলে অনুভব করা সেটা যে মানসিক শক্তির দ্বারা হয় literature তারই expression।

L. P. প্রমথ কিছু mystic। এই mystic natureএর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হলে analysis-এর দরকার। সত্য হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করা কি রকমে সম্ভব হয় বুঝ্‌তে পারচিনে। Natureএর beautyকে কি হিসাবে সত্য বলা যেতে পারে তাও জানিনে unless সত্য শব্দটার আরেকটা নূতন মানে দেওয়া যায়। Beauty আমাদের Feelings affect করে আর সেই senseএ purely emotional। একে যদি Truth বলে তবে আমি যা আগে বলেছিলুম তার সঙ্গে কোন তফাতই থাকে না। একই জিনিষের দুই quality থাকতে পারে। গাছ নদী পাহাড় পর্ব্বতের যে সমষ্টিকে আমরা nature বলি তার একটা side unemotional তাই সেই sideটা আমরা purely scientifically enquire into কর্ত্তে পারি। যে sideটা আমাদের emotion excite করে তার সত্য মিথ্যা উচিত অনুচিত নেই। এটা সুন্দর হওয়া উচিত এমন কোন কথা নেই। সৌন্দর্য্য relative।

২ এই প্রস্তাবের এ পর্যন্ত লোকেন পালিতের অনুলেখন। ইহার পরে সবটাই রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর।

মানুষের মন এবং natureএর সঙ্গে একটা relation। সে relationটা universal নয় তাই ordinary scientific truthএর category থেকে বার করে নিই।

P. C. আমার কথার মানে— literary subject beautiful, moral, এবং আমাদের intellectএর graspএর মধ্যে। এর একটা কোনটাকে বাদ দিলে literature অসম্পূর্ণ হয়।

L. P. Literatureএর aim হচ্চে Beauty। তবে যা আমাদের moral nature rovolt করে তা আমাদের Sense of the Beautifulও shock করে। কতকগুলো intellectual truthও আছে যা ব্যতিক্রম করলে একই effect হয়। আমাদের sympathy হচ্চে Highest moral quality। তাকে excite কর্ত্তে হলে truthful হওয়া দরকার কেননা impossible কিম্বা non-existent creatureদের সঙ্গে sympathyর কোন আবশ্যক নেই। living Human beingএর সঙ্গে sympathyর দরকার। এইটুকু truth বজায় রেখে আর বাকি truth আমরা ignore কর্ত্তে পারি। emotion তাহলে হল end এবং moral ও intellectual হল means।

P. C. এ যদি লোকেনের কথা হয় তা হলে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে লোকেনের sympathyর বদলে আমি love বসাতে চাই। আর meansটা aesthetical-ও বটে।

প্রমথ প্রস্থান। Oct. 1. 89. [১৬ আশ্বিন ১২৯৬]

৬। সাহিত্য।

যেটুকু সাহিত্যের মর্ম্ম, তাহা সংজ্ঞার মধ্যে ধরা দেয় না। তাহা প্রাণপদার্থের মত— কি কি না থাকিলে তাহা টেঁকে না তাহা জানি, কিন্তু সে যে কি তাহা জানি না। জীবন হইতেই জীবন সংক্রামিত হয়, অগ্নি হইতেই অগ্নি জ্বালাইতে হয়— তেমনি লেখকের অন্তরাত্মা হইতে কলমের মুখে যখন প্রাণ ক্ষরিয়া পড়ে তখনই জীবন্ত সাহিত্যের জন্ম হয়। সাহিত্য সম্বন্ধে "জীবন" "প্রাণ" প্রভৃতি কথাগুলো হয়ত mystic। কিন্তু পরিষ্কার কথা বলিবার কোন উপায় নাই। সাহিত্যের মধ্যে একটা জীবন আছে, এবং সে জীবন লেখকের মানবজীবনের নিগূঢ় কেন্দ্র হইতে চুঁইয়া পড়ে, ভাষার মধ্যে স্থায়ী হয় ও ভাষাকে স্থায়ী করিয়া তুলে— এই কথাগুলো নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে একপ্রকার আন্দাজে বুঝিয়া লইতে হইবে।

Shakespeare তাঁহার নাটকের পাত্রগুলিকে আপনার প্রাণের মধ্য হইতে জন্ম দিয়াছেন— বুদ্ধি হইতেও নয়, ধর্ম্মনীতি হইতেও নয়, এমন কি, feelings হইতেও নয়— সমস্ত মানববৃত্তির দ্বারা বেষ্টিত জীবনকোষের মধ্য হইতে। সাহিত্যের মধ্যে সৃজনের ভাব আছে, নির্ম্মাণের ভাব নাই। সৃজনের মধ্যে একটা রহস্যময় প্রাণময় আত্মবিস্মৃত নিয়ম আছে, নির্ম্মাণ আপনা হইতেই তাহার হাতধরা। সৃজনশক্তি এক হিসাবে নির্ম্মাণশক্তি অপেক্ষা

অচেতন, আবার আর এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা সচেতন। কারণ, নির্ম্মাণকালে প্রতিমুহূর্ত্তে সচেতন আত্মকর্ত্তৃত্ব জড় উপাদানের প্রতি প্রয়োগ করিতে হয়। সৃজনে তাহা নয়। কিন্তু সৃজনকালে সেই জড় উপাদানের মধ্যে যেন এক অপূর্ব্ব নিয়মে চেতনা সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয়, সে যেন আপনাকে আপনি গড়িয়া তুলে। যেন নিজের নাড়ির সহিত তাহার যোগ সাধন করিয়া দেওয়া হয় এবং সহজেই তাহার মধ্যে জীবন প্রবাহিত হয়। বাষ্পীয় কলে দেখা যায় এক ঘূর্ণ্যমান চাকার সহিত আর এক চাকার যোগ করিয়া বিভিন্ন দিকে গতি-সঞ্চার করা [হয়।] তেমনি এই বৃহৎ সংসারচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে আমার জীবনচক্র ঘুরিতেছে, তাহারি কে[ন্দ্রের মধ্য] দিয়া সংসারের গতির সহিত সাহিত্যের যোগ সাধন করা হয়, এই উপায়ে সাহিত্য বৃহৎ জীবনের অনন্তগতি প্রাপ্ত হয়। কেহবা হাতে করিয়া ঠেলিতেছে, কেহবা ঘোড়া জুড়িয়া ছুটাইতেছে, কেহবা জীবনের চক্রের সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিয়াছে, শেষোক্ত উপায়েই সাহিত্য স্থায়ী গতি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এই সকল তুলনা উপমাকে কল্পনার খেলা বলিয়া মনে হয়, পাকা কথা বলিয়া বোধ হয় না। পাকা কথা মানে, যে কথা সকলেই যাচাই করিয়া লইতে পারে। পূর্ব্বেই একরকম বলা গিয়াছে এ সকল কথা তেমন সন্তোষজনকরূপে পাকা করিয়া লওয়া অসম্ভব।

আমি নিজে বারবার দেখিয়াছি, এবং এ কথা বোধ হয় কাহাকেও নূতন বলিয়া বোধ হইবে না, যে, যখন সাহিত্যরচনার মধ্যে মগ্ন থাকা যায় তখন যেন এক প্রকার অতিচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। যেন আর একজন অন্তঃপুরুষ আমার অধিকাংশ চেতনা অপহরণ করিয়া আমার অর্দ্ধেক অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া যায়। সে যেন আমার সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অভিজ্ঞতাকে আমার Real এবং Idealকে প্রতিদিনের আমাকে এবং আমার সম্ভাবিত আমাকে গলাইয়া লেখার মধ্যে তাহারি এক বিন্দু ঢালিয়া দেয়। আমার জীবনের যাহা সারবিন্দু তাহা সমস্ত মানবজীবনের ধন, তাহা কেবল মাত্র আমার একটা অজ্ঞেয় অপরিচিত অসম্পূর্ণ অংশ নহে। সুতরাং সেই জীবনশক্তি সাহিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরদিন সমস্ত মানবের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।[৩]

2|10|89

[১৭ আশ্বিন ১২৯৬]

---

৩ মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত পাঠের উদ্ধার করা হইয়াছে [ ] বন্ধনীমধ্যে। রবীন্দ্রভবনে মূল খাতার যখন নকল করা হয়, এরূপ অনেক পাঠই তখন পর্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। সুতরাং বন্ধনীবদ্ধ অনেক পাঠই প্রায় সন্দেহাতীত। এখানে বলা উচিত, সংকলিত অন্যান্য প্রস্তাব সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

৬৫ সাহিত্য।

(৬৩-সংখ্যক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)[৪]

"Living fact" সাহিত্যের বিষয় এই কথা বলাতে লোকেন আমাকে mystic বলিয়াছেন। আমি স্বীকার করিতেছি যে Life কাহাকে বলে তাহা আমি ঠিক জানি না, তাহা কাহাকেও স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আমার সাধ্য নহে।— তবে কোন্ ২ জিনিষ জীবন্ত ও কোন্ ২ জিনিষ মৃত তা অনেকটা বুঝিতে পারি। জীবনের পরিচয় কতকগুলি লক্ষণে পাওয়া যায়— আমরা সেই লক্ষণগুলি মাত্র নিজেরা জানিতে পারি এবং অন্যকে বলিতে পারি। ইহা ছাড়া আর কোনরূপ প্রকারে প্রাণ জিনিষটা যে কি তাহা অন্যকে বুঝাইবার উপায়ান্তর আছে কি না জানি না।

আমি গতকল্য তর্কের সময় "জীবন্ত সত্য" কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহা আমি একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। লোকেনের হয়ত মনে থাকিতে পারে যে আমি Guide Bookকে সাহিত্য বলিতে চাই না কিন্তু Book of Travelsকে সাহিত্যের অন্তর্ভূত করি। Guide Bookএতে যে সকল fact থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইলেও আমাদের কাছে "জীবন্ত সত্য" নয়। যদি আমরা Rome সম্বন্ধে কোন Guide Book পড়ি তাহলে Romeএর কোথায় কোন Church আছে কোথায় কোন্ Statue আছে কোথায় কোন্ Palace তাহার আনুপূর্ব্বি বিবরণ জানিতে পারিব। কিন্তু আমরা নিজে যদি Romeএতে যাই তাহা হইলে কেবলমাত্র যে কোথায় কোন Church আছে তাহার গঠন কিরূপ তাহাতে কটি ঘর আছে ইত্যাদি জানিতে পারিব এমন নহে— সেই Churchটি দেখার দরুণ আমার মনে অনেকগুলি চিন্তা ও হৃদয়ে অনেকগুলি ভাব suggest করিবে। আমাদের কাছে সেই Churchটি + all its associations and suggestions— একটি living fact. *Guide Book*এ, পূর্ব্বোক্ত associations এবং *suggestions*গুলিকে বাদ দিয়া কেবল Churchটিকে আমাদের সমুখে খাড়া করিয়া দেয় বলিয়া তাহা সাহিত্যের বিষয় নহে। Churchএর যেটুকু আমাদের perceptionএর বিষয় অর্থাৎ যে অংশটুকু চোখ দিয়া দেখিতে পারি, গজ দিয়া মাপিতে পারি সেইটুকু মাত্র Guide Bookএর বিষয়। একখানি Book of Travelsএতে, সেই Churchটি লেখক যেরূপ দেখিয়াছেন এবং দেখিয়া তাঁহার মনে যে সকল চিন্তার ও তাঁহার মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে সে সকলই সমানভাবে বর্ত্তমান। এই পূর্ণাবয়ব সত্যের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয় বলিয়াই, একখানি Book of Travels আমাদের কাছে সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

যে ক্ষমতার দ্বারা কোনও একটি জিনিষের বাহ্য আকার এবং তাহার suggestiveness প্রভৃতির একীকরণ সম্পন্ন হয় সেই ক্ষমতাই তাহার প্রাণ। যে সকল লেখক তাঁহার লেখায়

---

৪ শিরোনাম এবং এটুকু রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর।

‥ … Human natureএর ভিন্ন ২ অংশকে … করিবার উপাদান সকলকে … সম্পূর্ণরূপে একীকরণে কৃতকার্য্য হন তাঁহাকে আমরা Creative artist বলি। কি উপায়ে … রচনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় সেই রহস্য … … কেবলমাত্র সেই লেখকের নিকট বিদিত। এই রহস্য অন্যের নিকট জ্ঞাত না থাকায় একটি Creative artistএর রচনা কেহ অনুকরণ করিতে পারে না।

নির্ম্মাণে এই … প্রাণের অভাব বলিয়া … রহস্য mysterious elementএর অভাব আছে।— সেই জন্য নির্ম্মিত জিনিষের অনুকরণ সহজ— সৃষ্টির ভিতর এই mysterious element থাকার দরুণ তাহার অনুকরণ অসম্ভব। একখানি Steam Engine দেখিয়া আর একখানি Steam Engine গড়া যায় কিন্তু Hamlet পড়িয়া Hamlet লেখা যায় না।

প্রমথ

2nd October 89

এত কথা বলিয়া ঠিক হইল এই যে, যে শক্তি দ্বারা কোনও সত্যকে বাঁচাইয়া তুলে সেটি একটি mysterious শক্তি।— আমরা সকলেই জীবন্ত জিনিষের মধ্যে সেই mysteryকে প্রত্যক্ষ fact বলিয়া [জা]নিতে পাই। যাহা fact তাহাকে fact বলিয়া স্বীকার করায় যদি mystic প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহ একটি প্রকাণ্ড mystic.

৬৮ বাঙ্গলায় লেখা

বাঙ্গলা ভাষায় লিখিবার এক বিশেষ সুবিধা এই যে বাঙ্গলায় নূতন কথা বলা যায়। প্রকৃত নূতন কথা পৃথিবীতে নাই বলিলেই হয়— কেবল যখন ব্যক্তিবিশেষ সেই কথাটা নূতন করিয়া [ভা]বিয়া বলে তখনই তাহা নূতন হইয়া উঠে। বাঙ্গলায় কোন চিন্তা ব্যক্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তটাই একান্ত একাগ্রতার সহিত ভাবিয়া লইতে হয়, তাহার আগাগোড়া নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হয়। অক্ষমতাবশতঃ অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন হইতে পারে কিন্তু অলক্ষিত-ভাবে অন্যের নির্ম্মিত পথে পড়িবার সম্ভাবনা বিরল। ইংরাজিতে প্রায় সকল ভাবেরই বহুকালসঞ্চিত ভাষা আছে— ভাবের উদয় হইবামাত্রই তাহারা দলে দলে আসিয়া আপনাদের মধ্যে ভুলাইয়া লইয়া যায়। এইরূপ অনায়াসলব্ধ ভাষার স্বতঃপ্রবাহিত গতির মধ্যে পড়িয়া চিন্তাশক্তি কথঞ্চিৎ নিরুদ্যম হইয়া পড়ে।— আমি দেখিয়াছি একটা সামান্য কথাও বাঙ্গলায় লিখিয়া মনে হয় নূতন কথা লিখি[লাম— কারণ] ভাবা'-কথাও সম্যক্‌রূপে ভাবিয়া লইতে হয়। সমস্ত হৃদয় মন বুদ্ধি চেষ্টা জাগাইয়া রাখিতে হয়— প্রত্যেক কথাটিকে নিজে ডাকিয়া আনিতে হয়। আমাদের গরীব বাঙ্গলা ভাষায় বিস্তর অসুবিধা, সমস্তই নিজের হাতে করিয়া কর্ম্মিয়া লইতে হয়, কিন্তু সেইটেই একটা সুবিধা।

৬।১০।৮৯।

[২১ আশ্বিন ১২৯৬]

৩৯ অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সঙ্গীত

বিদেশী ভাষা নূতন শিখিতে আরম্ভ করিয়া যখন সেই ভাষার সাহিত্য পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করা যায়, তখন দুই কারণে সেই সাহিত্যের প্রকৃত রস গ্রহণ করা যায় না। ১ম— তখন আমরা পরপুরুষ বলিয়া ভাষার অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না। প্রত্যেক কথার অন্দর মহলে যে লাজুক ভাব-সকল বাস করে, যাহারা সেই কথার শ্রী, সৌন্দর্য, হৃদয়দেবতা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, কেবল তাহার বহির্দ্দেশবাসী অর্থটুকুমাত্র আফিসের সাজে দেখা দেয়। ২য়— প্রত্যেক কথাটাকে পৃথক পৃথক করিয়া বুঝিতে হয়— অনভিজ্ঞ আনাড়ির কাছে তাহারা সকলেই স্বপ্রধান হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহারা সকলেই বড় হইয়া সমগ্র পদটিকে (sentenceকে) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। পুলিষের কন্‌ষ্টেব্‌ল্ যেমন আইন-অনভিজ্ঞ পাড়াগেঁয়ের নিকট প্রবলপ্রতাপান্বিত, আইন বজায় রাখা যাহাদের কাজ সুযোগক্রমে তাহারাই যেমন আইনের উপরে টেক্কা দিয়া দাঁড়ায় এও সেইরূপ। একটি কথার সহিত আরেকটি কথা যে একটি সুন্দর [ঐক্য]শৃঙ্খলার দ্বারা বদ্ধ হইয়া আত্মসম্বরণ করিয়া রাখে সেই ঐক্যশৃঙ্খলার উপরে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রাণ নির্ভর করে। অপরিচিত অজ্ঞ ব্যক্তি সেই ঐক্যবন্ধন হইতে কথাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে অর্থ বোধ হয় কিন্তু সৌন্দর্যবোধ পলায়ন করে।

বিদেশী সঙ্গীত সম্বন্ধে এ কথা আরো খাটে। অভ্যস্ত শ্রেণীয় সঙ্গীতে, সুরবিন্যাসের মধ্যে যে একটি ঐক্য আছে সেইটি সহজে ও শীঘ্র ধরিতে পারি। বিগত সুর স্মৃতিতে থাকে ও আগামী সুর পূর্ব্ব হইতে কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি— স্বতন্ত্র সুরগুলির অপেক্ষা তাহাদের ঐক্যমাধুর্য্যের প্রাধান্য অনুভব করিতে পারি, অর্থাৎ প্রকৃত সঙ্গীতটুকু শুনিতে পাই। অনভ্যস্ত সঙ্গীতে প্রত্যেক স্বতন্ত্র সুর উপদ্রব করিয়া মনকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, কিছুর উপরে আশ্রয় লইতে দেয় না। সর্বদাই যেন শূন্যে শূন্যে বিরাজ করিতে হয়। তবু লিখিত ভাষার একটা সুবিধা আছে এই যে যখন ইচ্ছা বার বার ফিরিয়া আসা যায়, কিন্তু সুর উড়িয়া চলে, ধরা দেয় না। ভাষার অন্তর্গত প্রত্যেক কথার একটা অর্থ আছে, আমরা মনে মনে সেই অর্থ যোজনা করিয়া লইতে পারি। কিন্তু স্বতন্ত্র সুরের কোন অর্থ নাই, তাহার সমস্ত অর্থ তাহার ঐক্যের মধ্যেই বিরাজ করে। এইজন্য বিদেশী সাহিত্য অপেক্ষা বিদেশী সঙ্গীত হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে অধিক বাধা প্রাপ্ত হয়।

সৌন্দর্য্য সমগ্রভাবে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়কে উদ্‌বেজিত করে না। বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝিতে হয়, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের প্রত্যেক অংশকে মনে মনে অনুসরণ করিতে হয়— মনকে কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সৌন্দর্য্যের নিকট মন নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করিয়া উপভোগ করে। মনের চেষ্টা শান্ত করিতে না পারিলে সেই সৌন্দর্য্য উপভোগের ব্যাঘাত হয়। অপরিচিত সাহিত্যে বিশেষতঃ অপরিচিত সঙ্গীতে সেই চেষ্টা অবিশ্রাম জাগ্রত থাকে। প্রত্যেক অনভ্যস্ত শব্দ ও

স্বরবিন্যাসে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

৬।১০।৮৯।

১৮ বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা। [শেষাংশ]

যাহা অসম্ভব তাহা প্রত্যাশা করা অজ্ঞতার লক্ষণ। বহু যুগের চিন্তান্তরের উপর ইংরাজি সাহিত্য নির্ম্মিত, বঙ্গসাহিত্য যতই শির উত্তোলন করুক একেবারেই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অতএব তুলনা করিবার সময় ইংরাজি সাহিত্য হইতে তাহার সেই উচ্চ সুবিধাটুকু হরণ করিয়া লইয়া দেখিতে হয়।

আমরা ইংরাজি সাহিত্য হইতে যাহা কিছু শিক্ষা পাইতেছি তাহার একেবারে আরম্ভ হইতে বাঙ্গলা ভাষায় নূতন করিয়া চিন্তা করিয়া লইতে হইতেছে। ইংরাজিতে সেগুলা হয়ত অত্যন্ত গোড়াকার কথা, এবং সমালোচকের চক্ষে তাহা যৎসামান্য ও নূতন [নহে] কিন্তু বাঙ্গলায় তাহা নূতন আবিষ্কৃত। নূতন আবিষ্কারের মধ্যে যে তেজ ও উজ্জ্বলতা থাকে উক্ত সামান্য কথাগুলিও বাঙ্গলায় সেই মহিমা লাভ করে। পুরাতন কথা নূতন হৃদয়ের মধ্যে সদ্য পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান কালে ইংরাজি ভাষায় অধিকাংশ লেখক নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, অর্থাৎ পুরাতন পরিচিত ভাবগুলি লইয়া বিচিত্র আকারে বিন্যাস করিতেছেন মাত্র। বঙ্গভাষায় সৃষ্টি করিতে হইতেছে, সুতরাং অন্য সাহিত্যের ক্ষুদ্র কথাটিও বাঙ্গলা ভাষায় অত্যন্ত মহৎ। আমাদের হৃদয়ে বিবিধ কর্ম্মকাণ্ডের সংঘর্ষজনিত প্রবল আবেগ নাই বটে তথাপি যেটুকু উত্তাপ আছে তাহাই অনুরাগভরে সঞ্চারিত করিয়া Fossil সত্যগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিতেছি। যাঁহাদের লেখনীমুখে বঙ্গভাষায় সেই অর্দ্ধজড়ত্বপ্রাপ্ত যৌবনহারা সত্যগুলি নববসন্ততাপে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহারা সেই সৃজনের আনন্দে পুঁথিপড়া সমালোচকের উপেক্ষাকে উপেক্ষা করিতে পারেন।

বঙ্গদেশে প্রকৃত সাহিত্যের সমালোচনা করিতে পারেন এমন কয়জন লোক আছেন। কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রচলিত বাঙ্গলা ভাষায় "জ্যেঠামি" নামক একটি শব্দ আছে সেটি শ্রুতিমধুর নহে; কিন্তু আমাদের সমালোচনাকে আর কোন নাম দেওয়া যায় না। যে ছেলে বুড়োদের মত পাকা কথা কহে তাহাকে আমরা জ্যাঠা বলি। অর্থাৎ যাহার অভিজ্ঞতা নাই অথচ অভিজ্ঞতার বচনগুলি আছে সেই জ্যাঠা। বঙ্গদেশে আমাদের কোন সাহিত্যের প্রকৃত অভিজ্ঞতা নাই। ইংরাজি সাহিত্য আমরা বই পড়িয়া জানি এবং বঙ্গসাহিত্য এখনো নূতন উর্ব্বরা দ্বীপের ন্যায় অজ্ঞাত সমুদ্রগর্ভ হইতে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠে নাই। আমরা কোন জীবনচঞ্চল সাহিত্যের সৃজনকার্য্যের মধ্যে থাকিয়া মানুষ হইয়া উঠি নাই। সুতরাং সাহিত্যের সেই অমোঘ নাড়িজ্ঞানটুকু আমরা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা সাবধানে ভয়ে ভয়ে তুলনা করিয়া পুঁথি মিলাইয়া বিচার করি। কিন্তু সাহিত্যের ন্যায় জীবন্ত বস্তুর পক্ষে এরূপ নির্জ্জীব বিচারপ্রণালী একেবারেই

অসঙ্গত। প্রতিক্ষণেই তাহার মধ্যে এত বিচিত্র আকার ও আলোকছায়ার সমাবেশ হইতেছে যে অলক্ষিতে বহুকালসঞ্চিত আন্তরিক সজাগ অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমরা তাহার বিচার করিতে পারি।

চিত্রবিদ্যাই বল কবিত্বই বল এক হিসাবে প্রকৃতির সমালোচনা। চিত্রশিল্পী প্রকৃতির সহস্র আকারসংযোগের মধ্যে চিত্রপটের জন্য একটি বিশেষ অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লয়, কবি অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে বিশেষ একটি দৃশ্য কল্পনার আলোকে আলোকিত করিয়া লয়; এই নির্ব্বাচনের উপরেই তাহাদের অমরত্ব নির্ভর করে। এই নির্ব্বাচনেই কবি ও শিল্পির সমালোচনশক্তি প্রকাশ পায়। বহুকাল হইতে অলক্ষিতে নিজের জীবনের মর্ম্ম-মধ্যে প্রকৃতির যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহারা এই অভ্রান্ত সমালোচন-পটুত্ব লাভ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা প্রকৃতির মধ্যে বাস না করিয়া প্রকৃতির সতত আবর্ত্তিত পরিবর্ত্তিত জীবন্ত শক্তির মধ্যে মানুষ না হইয়া কেবল অলঙ্কারশাস্ত্র ও সমালোচনার গ্রন্থ পাঠ করিতেন তবে তাঁহারা কি আন্তরিক নিপুণতা লাভ করিতেন? তেমনি জীবন্ত সাহিত্যের প্রাণশক্তি যেখানে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে সেইখানে সংলগ্নভাবে থাকিলে তবেই যথার্থ অন্তরের মধ্যে সেই অভ্রান্ত সাহিত্য-অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় ও সমালোচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে। তখন আর পুঁথি মিলাইয়া কাজ করিতে হয় না, তখন আর তর্জ্জমা করিয়া পরখ করিতে হয় না, তখন নূতন সৃষ্টি নূতন সৌন্দর্য্য দেখিলে অগাধ সমুদ্রে পড়িতে হয় না, তখন কল্পনারাজ্যের নূতন পুরাতন সকলেরই সহিত চক্ষের নিমেষে কি এক মন্ত্রের [বলে] পরিচয় হইয়া যায়।[৫]

২৪।৩।৯০ (আজ সু [রেন রা] সোলাপুর যাচ্চে)।—

[১২ চৈত্র ১২৯৬]

১১০ [কাব্য]

কাব্যের আসল জিনিষ কোন্‌টা তাহা লইয়া সর্ব্বদাই বকাবকি হইয়া থাকে কিন্তু প্রায় কোন মীমাংসা হয় না। এ সম্বন্ধে আমার মত আমি সঙ্গীত ও কবিতা[৬] নামক প্রবন্ধে বাল্যকালে লিখিয়াছিলাম, এই খাতায় সংক্ষেপে তাহারি পুনরুক্তি করিতে বসিলাম।

...

এইখানে আমি এমন একটা কথা বলিতে চাহি যাহা শুনিতে অত্যন্ত বাষ্পময় কাল্পনিক

---

৫ পূর্ববর্তী তালিকায় ৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পারিবারিক খাতায় লিখিত এই প্রবন্ধের অধিকাংশ শিরোনাম-সহ সাধনায় প্রচারিত ও বহু বৎসর পরে সাহিত্যের প্রচলিত সংস্করণে সংকলিত হইলেও, শেষের যেটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহাই এ স্থলে সংকলিত।

৬ দ্রষ্টব্য: সংগীতচিন্তা (১৩৭৩) গ্রন্থে তৃতীয় প্রবন্ধ। প্রথম প্রচার: মাঘ ১২৮৮

মনে হইতে পারে কিন্তু যাহা আমি একান্ত প্রকৃত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।— জগতের সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই অসীমতা আছে; যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া অনুভব করি এবং ভালবাসি, তাহার মধ্যেই সেই অসীমতা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ করিতে পারি। অতএব কোন সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কেহ শেষ কথা বলিতে পারে না। কোন ফুলের সম্বন্ধে পৃথিবীর আদি কবি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি তাহার সৌন্দর্য্যের শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী কবি যদি আরো কিছু বলিয়া থাকেন তবে তাহা সেই ক্ষুদ্র ফুলের পক্ষে অধিক হয় না। বিষয়টা একই এবং পুরাতন কিন্তু আদিকাল হইতে এখনো পর্য্যন্ত মানুষ তাহার নূতনত্ব শেষ করিতে পারে নাই। আমি একটি তুচ্ছ ফুল সম্বন্ধে যতটা কথা বলিতে পারি, কোন কবি তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বলিলেও যদি কথাটা অকৃত্রিম সুন্দররূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইবে, বটে, বটে, ফুল সম্বন্ধে এতটা কথা বলা যাইতে পারে বটে! আমি যে এতদিন স্বীকার করি নাই, তাহাতে ফুলের খর্ব্বতা নাই আমারি খর্ব্বতা। ফুল আপনার মধ্যে অসীমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে— যাহার যতটা ক্ষমতা সে ততটা অনুভব করে।

অতএব এখানে বিষয় লইয়া কথা নহে, প্রকাশ লইয়া কথা। জুঁইফুল সুন্দর এ কথা বড় কবিও জানে ছোট কবিও জানে, অকবিও জানে— কিন্তু যে যত ভাল করিয়া প্রকাশ করে জুঁইফুলকে সে তত অধিক করিয়া আমার হাতে আনিয়া দেয়।

কেবল তাহাই নয়। কারণ, যদি কেবল তাহাই হইত, তাহা হইলে জুঁইফুল সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কবির কবিতা পড়িয়া তৎসম্বন্ধে আর-কোন কবির রচনা পড়া অনাবশ্যক ও বিরক্তিজনক হইত।

কিন্তু ফুলের মধ্যে অসীমতা আছে বলিয়াই শ্রেষ্ঠ কবির কবিতায় তাহার অগাধ গভীরতা এবং ভাল মন্দ সহস্র কবির কবিতায় তাহার অপার বিস্তৃতি অনুভব করি। দেখিতে পাই, কালের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং মানবের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তথাপি সর্ব্বকালে সর্ব্বকবির মধ্যে এই ফুলের সমাদর। এইজন্য এক কবির পরে আর এক কবি যখন একই পুরাতন কথা বলে তখন ফুলের অসীমতার প্রতি আমরা আরো একটু নূতন করিয়া অগ্রসর হই।

ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র পথ আছে— তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য; আমাদের সমগ্র মানবত্ব তাহার মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইবার উপায় পায় না; এইজন্য ফুলে আমাদের আংশিক আনন্দ। কোন কোন কবির কবিতায় এই ফুলকে কেবলমাত্র জড়সৌন্দর্য্যভাবে না দেখিয়া ইহার মধ্যে আমাদের অনুরূপ মনোভাব এবং আত্মা কল্পনা করিয়া লইয়া আমাদের আনন্দ অপেক্ষাকৃত সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়।

যাহাদের কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি আছে তাহারা সৌন্দর্য্যকে নির্জ্জীবভাবে দেখিতে পারে

না। কারণ, সৌন্দর্য্য বিষয়ের একটা অতিরিক্ত পদার্থ— তাহা তাহার আবশ্যকীয় নহে। এই জন্য মনে হয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ, একটা আত্মা আছে। ফুলের আত্মা যেন সৌন্দর্য্যে বিকশিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, জগতের আত্মা যেন অপার বহিঃসৌন্দর্য্যে আপনাকে প্রকাশ করে। অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য্য— সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্য্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্ব্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য।

সে যাহাই হউক, ফুলের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মপরিতৃপ্তি সম্ভবে না। এই জন্য কেবল মাত্র ফুলের কবিতা সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ সমাদর পাইতে পারে না। আমরা যে কবিতায় একত্রে যত অধিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করি তাহাকে ততই উচ্চশ্রেণীয় কবিতা বলিয়া সম্মান করি। *৬সাধারণতঃ স্বভাবতঃ যে জিনিষে আমাদের একটিমাত্র বা অল্পসংখ্যক চিত্তবৃত্তির তৃপ্তি হয় কবি যদি তাহাকে এমনভাবে দাঁড় করাইতে পারেন যাহাতে তাহার মধ্যে আমাদের অধিকসংখ্যক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় তবে সে কবি আমাদের আনন্দের একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া দিলেন বলিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিই। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার সৌন্দর্য্য সংযোগ করিয়া কবি Wordsworth এই কারণে আমাদের নিকট এত সম্মানাস্পদ হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে। একদিন চৈতন্যলাইব্রেরিতে একজন কাব্যরসসন্দিগ্ধ ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "আচ্ছা মহাশয়, বসন্তকালে বা জ্যোৎস্নারাত্রে লোকের মনে বিরহের ভাব কেন উদয় হইবে আমি ত কিছু বুঝিতে পারি না। গাছপালা ফুল পাখী প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিষে মানুষ খুসী হইয়া যাইবে ইহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বিরহব্যথায় চঞ্চল হইয়া উঠিবে ইহার কারণ পাওয়া যায় না।"

ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম— প্রকৃতির যে সকল সৌন্দর্য্যে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে মানবের পক্ষে তাহা আংশিক। জ্যোৎস্না কেবল দেখিতে পাই, পাখীর গান কেবল শুনিতে পাই, ফুল আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারে আসিয়া প্রতিহত হয়। উপভোগের আকাঙ্ক্ষামাত্র জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহার পরিতৃপ্তির পথ দেখায় না। তখন মানবের মন *৬স্বভাবতই মানবের জন্য ব্যাকুল হয়। কারণ, মানব ভিন্ন আর কোথাও একাধারে মানবের দেহ মন আত্মার চরম আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির স্থান নাই। এই জন্যই বসন্তে জ্যোৎস্না-রাত্রে বাঁশির গানে বিরহ।

এইজন্য প্রেমের গানে চিরনূতনত্ব। প্রেম সমগ্র মানবপ্রকৃতিকে একেবারে কেন্দ্রস্থলে আকর্ষণ করে। এককালে তাহার দেহ মন আত্মায় পরিপূর্ণ টান পড়ে। এইজন্য পৃথিবীর অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের— এবং *৬সাধারণতঃ প্রেমের কবিতাতেই মানুষকে অধিক মুগ্ধ

---

*৬ সাধারণতঃ স্বভাবতঃ ও স্বভাবতই — বানান কয়টি প্রণিধানযোগ্য।

করিয়া রাখিয়াছে।

আমার মতে সবসুদ্ধ এই দাঁড়াইতেছে নূতন আনন্দ আবিষ্কার করিয়া ও পুরাতন আনন্দ ব্যক্ত করিয়া কবিতা আমাদের নিকট মর্য্যাদা লাভ করে। নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া বা পুরাতন সত্য ব্যাখ্যা করিয়া নহে।[৭] ১২।১।৯১।

বির্জ্জিতলাও।

[১১৪ ক]

ঘানির বলদ যদি মনে করে আমি যতই ঘুরচি ততই নূতন রাজ্য আবিষ্কার করচি তবে সেটা তার একটা অন্ধ ভ্রম, কিন্তু সে যদি জানে আমি শর্ষেকে পেষণ করে তার মধ্যেকার নিগূঢ় তেলটুকু বের করে নিচ্চি তবে সে ঠিক কথাটা জানে।

বিজ্ঞান নিজের ঘানিযন্ত্রের চতুর্দ্দিকে যতই সশব্দে ঘুরচে, রহস্যরাজ্যের সীমার দিকে এক পা অগ্রসর হতে পারচে না, কিন্তু বিবিধ বীজকে বিশ্লেষন এবং পেষণ করে তার ভিতরকার তেল অনেকটা পরিমাণে বের করচে, এবং সে তেল থেকে মানুষের গৃহকোণের অন্ধকার দূর করবার একটা উপাদান তৈরি করচে সে কথা নিয়ে সে বাস্তবিক গর্ব্ব করতে পারে।

৬ এপ্রিল। সোমবার। ১৮৯১।

[২৪ চৈত্র ১২৯৭]

[১১৪ খ]

মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময়ে মনে হয়, গোলাকার মাথাটা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে ক্রমাগতই কতকগুলো জীবনের বুদ্‌বুদ উঠ্‌চে। খানিকক্ষণের জন্যে সূর্য্যালোকে নীলাকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে থাকে; তার পরে হঠাৎ ফেটে যায়, জীবনের তপ্তবাষ্পটুকু বেরিয়ে যায়, মৃত্তিকার আবরণটুকু এই মৃৎ-সাগরে মৃত্যুসাগরে লুপ্ত হয়, কারো গণনার মধ্যে আসে না।

উপমাটা অত্যন্ত পুরাতন, কিন্তু যখনি ভেবে দেখা যায় তখনি নূতন মনে হয়। মৃত্যুর চেয়ে পুরাতন এবং মৃত্যুর চেয়ে নূতন আর কিছু নেই।[৮] ৬।৪।৯১। বির্জ্জিতলাও।

[২৪ চৈত্র ১২৯৭]

---

৭ পূর্ববর্তী তালিকায় ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পারিবারিক খাতা হইতে অনেকটা বাদ দিয়া সাধনায় ও প্রচল সাহিত্য গ্রন্থে সংকলন। বর্জিত অংশে প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদ এবং শেষ অংশ (১১টি অনুচ্ছেদ) ছিল— উহাই এ স্থলে সংকলন করা গেল। এই শেষ অংশ 'লেখন' নামের সাময়িক সংকলনে ছাপা হইলেও, তাহার বিশেষ প্রচার হয় নাই।

৮ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পরে (তিন দশক অথবা চার ?) কবি রবীন্দ্রনাথের এই 'অস্থায়ী' ভাবনাবুদ্‌বুদটির 'স্থায়ী' রূপ দিয়াছেন যে চিত্রে, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-সময়ে সেটি ছাপা হয় দিল্লীর ললিতকলা অকাদমী -কর্তৃক প্রকাশিত চিত্রপুস্তকের '২৯' সংখ্যায়: বিস্তৃত তমিস্রপটে বহুসংখ্যক নরনারীশিশুর প্রায় গোলাকার মুখচ্ছবি। নিম্নে দক্ষিণ কোণে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষর: নরবুদ্‌বুদ / রবীন্দ্র

[১১৮] মুর্শিদাবাদকাহিনী। শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এ, প্রণীত।

মূল্য কাগজে বাঁধা দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২॥০। (নোট)

বইখানি একটি বৃহৎ বিষাদপুরের চিত্র। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন পোড়ো বাড়ি, ভাঙ্গা দেবালয় এবং বনজঙ্গলে অবরুদ্ধ জনশূন্য প্রাচীন রাজপথের মধ্যে শ্মশানের হাওয়া শুষ্ক পত্র উড়াইয়া হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই প্রাচীন কবিবচন মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা,
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া যাইতে হয়, যে, এখনো সেই বাঙ্গলায় চাষবাস, ঘরকরনা, সুখ দুঃখের লীলাখেলা সমস্তই চলিতেছে— ভুলিয়া যাইতে হয় যে, এক রাজ্য তাহার কাড়া নাগরা দামামা নহবৎ, তাহার চামর ছত্র আশাসোটা, তাহার জরিজহরৎবিমণ্ডিত শুভ্র চন্দ্রাবার*, নব বর্ষার পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ন্যা[য়] হস্তীশ্রেণী, তরঙ্গিত সজীব সমুদ্রের ন্যায় দিগন্তবিস্ত[ার] চতুরঙ্গ দলবল, তাহার অগণ্য গুম্বজ-শিখরী শ্বেত প্রস্তরের হর্ম্ম্যাবলী লইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে এবং তাহার স্থানে আর এক নূতন রাজ্য মাস্তুলকণ্টকিত বাণিজ্য-জাহাজ কলকারখানা টেলিগ্রাফ রেলগাড়ি সশস্ত্র সৈনিক এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকৃত প্রজাপুঞ্জ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে, কোথাও কিছুমাত্র শূন্য নাই। ক্ষণকালের জন্য ভ্রম হয় যে, রঘুবংশের পরিত্যক্ত অযোধ্যার ন্যায় বঙ্গভূমি মুসলমান রাজমহিমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত জনশূন্য ভগ্নাবশেষ মাত্র ;— এবং মুসলমান রাজশ্রী নবাবশূন্য ভগ্ন সিংহাসনে,

---

৯ এই প্রয়োগটি অভিধান-ব্যাকরণ-সম্মত না হইলেও রবীন্দ্র-অনুসন্ধিৎসুর নিকট একটি বিশেষ আবিষ্কারের মতো। যতদূর জানা আছে, রবীন্দ্রনাথ আর-একবার মাত্র ইহার প্রয়োগ করেন কাহিনী- ধৃত কর্ণকুন্তীসংবাদ কবিতায় : ওই পরপারে / যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ চন্দ্রাবারে / পাণ্ডুর বালুকাতটে ॥ (১৩০৬ ফাল্গুন- ১৩৪৬ বৈশাখ)। শেষোক্ত প্রচার কাহিনী কাব্যগ্রন্থে নয় ; সঞ্চয়িতা গ্রন্থের চতুর্থ পুনর্মুদ্রণে। 'চন্দ্রাবার' স্থলে 'স্কন্ধাবার' পাঠের প্রথম প্রচলন কবির আয়ুষ্কালে, তাঁহারই নির্দেশে ১৩৪৭ শ্রাবণের কাহিনী কাব্যে (পৃ ১৫২)। কর্ণকুন্তীসংবাদের রচনাকালে (ফাল্গুন ১৩০৬) বা উৎকলিত মুর্শিদাবাদকাহিনীর আলোচনায় (১৩০৫ শ্রাবণ- পূর্ব) এই-যে অপ্রত্যাশিত শব্দব্যবহার, তাহার মূলে ছিল 'চন্দ্রাতপ' ও 'স্কন্ধাবার' এই দুটি শব্দ মিলাইয়া ক্ষণকালীন এক বিভ্রান্তি, ইহা একরূপ অনুমান করা যায়।

বেগমশূন্য অন্তঃপুরদ্বারে, করিশূন্য হস্তীশালায়, হ্রেষাধ্বনিবিহীন মন্দুরায়, লুপ্তশিল্প হৃতপণ্য জনশূন্য সুদীর্ঘ বিপণীশ্রেণীতে একাকী বিধবাবেশে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছেন।

লেখক যদিও এই গ্রন্থে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন তথাপি সকলগুলির মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য আছে। মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে বাঙ্গলার পরম সমৃদ্ধিশালী নবাব-ঐশ্বর্য [য]খন আকস্মিক ভূকম্পে চতুর্দ্দিক হইতে কম্পান্বিত [হ]ইতে লাগিল তখন তাহারই বিরাট পতন ব্যাপার এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে উত্তরোত্তর ঘনঘন শব্দায়মান [হ]ইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর, এতদিনের কত কীর্ত্তিকলাপ অত্যল্পকালের মধ্যে যখন নিস্তব্ধ হইয়া গেল তখন সেই নির্ব্বাণদীপ ভগ্নকেতু স্খলিতচূড় প্রহরীহীন উজাড়-পুরীতে যে নিষ্ঠুর নিশাচরের নৃত্য আরম্ভ হইল [গ্র]ন্থকার গ্রন্থশেষে তাহা নন্দকুমার /[১০]

[শীর্ষদেশে :] রোদ পোয়ান রাত পোহান
(উপভোগায়ন) (প্রভাতন)

পৃ. [143]

ম-এর পূর্ব্বে অকারের বিকার যথা :— শ্রম, ভ্রম, ভ্রমণ, ক্রম, যম, (ব্যতিক্রম, কম, গম) সমান, প্রমাণ, প্রমা, (ব্যতিক্রম, জমা, ক্ষমা সমা)

নমান হইতে নোয়ান, গমান' হইতে গোঁয়ান। (চমক, জমক, দমক, দম, ধমক) অপমান, ভ্রমর, (কমল, যমক, যমজ, অমল, সমর)

রফলা বিশিষ্ট অকার ওকার হয় যথা— ত্রস্ত, প্রভা, প্রশ্ন, ব্রত, প্রলেপ, (হ্রস্ব) ব্রজ, (ক্রয়, ত্রয়, শ্রয়) গ্রহ, গ্রন্থ, গ্রস্ত, (ত্রপ) (দ্রব) দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য, প্রহসন, প্রয়ান, প্রয়োজন প্রয়োগ ত্রয়োদশ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা (হ্রদ)

খাত=খাল। ছদ=ছাল। পত্র=পালা। রক্ত=লাল। (পুত্র=পোলা) মত্ত= মাতাল। উপানহ=পানই। হি=ই। করিবহি=করিবই

১০ তারিখ ও স্বাক্ষর -হীন তথা অসম্পূর্ণ। নানা দিক দিয়া ইতিহাস (১৩৬২) -ধৃত রচনার তুলনাস্থল।

অ। দীর্ঘ, কম, হ্রস্ব কম্‌লা। বর, বরণ, চর চর্‌কি। বট, বটগাছ। কর্‌ কর, মন, মনমত। মত, মত।

আ। ডাল, ডালনা। কাল, কালা, কাল্‌কে, কালো, পাঁচ পাঁচ জন পাঁচিল, হাত, হাতা, হাতী[১১]

---

১১ পারিবারিক খাতার যেটি শেষ পৃষ্ঠা হওয়াই সম্ভব, তাহার পাঠ যথাযথ সংকলন করা গেল। ইহার ছয়টি অনুচ্ছেদ। যে-সব উচ্চারণবিধির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম -সংকলন বন্ধনীমধ্যে, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে। প্রথম অনুচ্ছেদে সে কথা উল্লিখিত, পরে সুধী পাঠকের অনুমানগম্য। উনশেষ অনুচ্ছেদে 'বট, বটগাছ' দৃষ্টান্তে মনে হয়, দ্বিতীয় 'ট'টি স্বরান্ত কিন্তু প্রথমটি নয় বা হইতে পারে না, অতএব উহার পূর্বস্বর দীর্ঘতর, ইহাই কবির ইঙ্গিত। 'মত, মত' উদাহরণটি এখনকার প্রচলিত বানানে হইতে পারে : মত [অভিমত], মতো [সদৃশ]।
উৎকলিত শব্দতত্ত্বের সূত্রাবলী রূপান্তরে ঐ নামের গ্রন্থে প্রথমাবধি থাকিতেও পারে, অথবা তাহার পরবর্তী সংস্করণে স্থান লইতে পারে। তবু এ স্থলে জানিবার সুযোগ রহিয়াছে এ বিষয়ে কবির ভাবনা বহু পূর্বে কিরূপ ছিল, কী আকার লইয়াছিল। ইহাই বিশেষ লাভ।

রবীন্দ্রভবন-অভিলেখাগার

অভিলেখাগার রবীন্দ্রভবনের প্রাণকেন্দ্র। এখানে রবীন্দ্রনাথের, সেইসঙ্গে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী বন্ধুগণের, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র এবং দলিলাদি সংরক্ষিত আছে। রবীন্দ্র- জীবন ও সাহিত্যের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের ও বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে চর্চার উপযোগী তথ্যাদি উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি চিঠিপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে পাওয়া যায়।

দেশবিদেশের ছাত্র ও গবেষকগণ রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থাগারের সহযোগে এর অভিলেখা-গারটি ব্যবহার করছেন। রবীন্দ্র-রচনার বহু ও বিচিত্র পাঠের অনুশীলনে ও পঞ্জীকরণে এই অভিলেখাগারের সহায়তা অপরিহার্য। অপ্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রেও অভিলেখাগারের সামগ্রীর প্রয়োজন সর্বথা স্বীকৃত।

অভিলেখাগারের মুখ্য সামগ্রী

অভিলেখাগারের মুখ্য সামগ্রীর তিনটি ভাগ: পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ। পাণ্ডুলিপির দুই প্রধান ভাগ: রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি। তন্মধ্যে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির পরিগণন ও সামান্য বিবরণ উপস্থিত লক্ষ্য। সূচনাতেই বলা উচিত যে, মূল পাণ্ডুলিপির নকলই প্রতিলিপি, শ্রুতিলিপি যা শুনে লেখা হয়েছে, আর অনুলিপি স্মৃতি থেকে লেখা। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথের রচনার / ভাষণের প্রতিলিপি শ্রুতিলিপি অনুলিপি যাতে তাঁর সংশোধন সংযোজন পরিবর্তন বা মন্তব্য আছে এবং তাঁর সন্নিধানে প্রস্তুত হয়ে থাকলেও যাতে সে-সব নেই, এ-সবই রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি এই সাধারণ নামে নির্দিষ্ট ও নানা বিভাগে বিভক্ত। যথা—

॥১॥ মূল পাণ্ডুলিপি ॥ রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা প্রাথমিক খসড়া, পুনর্লিখন, প্রেসকপি।

॥২॥ মিশ্রিত পাণ্ডুলিপি ॥ মূল পাণ্ডুলিপি-সহ অপরের প্রতিলিপি, টাইপ-কপি, প্রেস-কপি, মুদ্রিত কপি যা কবির স্বহস্তের সংশোধন সংযোজন পরিবর্তন বা মন্তব্য -যুক্ত।

॥৩॥ প্রতিলিপি ॥
- ক. অপরের হাতে লেখা যা কবির মন্তব্যাদি-যুক্ত।
- খ. টাইপ-করা অথবা মুদ্রিত প্রতিলিপি শ্রুতিলিপি অনুলিপি যা কবির লিখিত মন্তব্যাদি-যুক্ত।
- গ. রবীন্দ্রসন্নিধানে প্রস্তুত শ্রুতিলিপি, অনুলিপি এবং
- ঘ. অনুরূপ প্রতিলিপি (কবি-কর্তৃক অ-সং শো ধি ত)

॥৪॥ মুদ্রিত গ্রন্থ ॥ কবির নিজের অথবা অপরের মুদ্রিত গ্রন্থে অথবা সাময়িক পত্রে কবির নিজের হাতের লেখায় কোনো রচনা, অনুবাদ, শব্দসংগ্রহ, শব্দার্থসংকলন— কোনো-রূপ সংশোধন, সংযোজন অথবা মন্তব্য।

॥৫॥ ছাপাখানার প্রুফ ॥ ক. কবির স্বহস্তের সংশোধন সংযোজন বর্জন বা নির্দেশাদি -সংবলিত প্রুফ।

খ. কবির স্বহস্তের সংশোধনাদি না থাকলেও তাঁর সন্নিধানে প্রস্তুত বা পরিদৃষ্ট তাঁর যন্ত্রস্থ রচনার প্রুফ।

॥৬॥ স্টেজকপি ॥ ক. নাটকাদির স্টেজ কপি যা কবির হাতের সংশোধন সংযোজন নির্দেশাদি -সংবলিত।

খ. কবির স্বহস্তে সংশোধিত সংযোজিত না হলেও যা তাঁরই সন্নিধানে প্রস্তুত।

॥৭॥ ফোটোকপি ॥ রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ-বহির্ভূত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির মাইক্রোফিল্‌ম্‌ বা ফোটো॥

॥৮॥ অনুবাদ ॥ অন্য লেখক-কর্তৃক রবীন্দ্ররচনার গ্রাহ্য বা প্রামাণিক অনুবাদ, তৎসম্পর্কিত মূল রচনা বা টাইপ-কপি।

॥৯॥ অন্যান্য ॥ অন্য লেখকের পাণ্ডুলিপি বা প্রেসকপি বা প্রতিলিপি, কবির স্বহস্তের সংশোধন-সংযোজনাদি -যুক্ত।

॥১০॥ সংকলন ॥ রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে প্রাচীন পদকর্তাগণের পদাবলী-সংগ্রহ।

উল্লিখিত শ্রেণীবিচারে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির পরিগণনা

॥১॥ মূল পাণ্ডুলিপি। অভিজ্ঞান-সংখ্যা: ১, ২, ২ক, ৩-৫, ৯ক, ১২-১৪, ১৭, ১৮, ২০-২৩ ২৫-৩২, ৩৪, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৯-৫৩, ৫৫-৫৮, ৬২-৬৫, ৬৯, ৭২, ৭৭, ৮২, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৩ক, ৯৪-১০৩, ১০৮-১১২, ১১৪-১১৬, ১১৯ক।খ, ১২০, ১২১, ১২৩-১৩১, ১৩৬, ১৩৭, ১৪১-১৪৩, ১৪৫-১৪৮, ১৫০-১৫২, ১৫৪-১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯ক, ১৭০-১৭২, ১৭৪-১৭৭, ১৭৮ক-গ, ১৭৯, ১৮০ক।খ, ১৮১-১৮৭, ১৯০, ১৯২-১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০১ক।খ, ২০২ক।খ, ২০৩, ২০৯, ২১১, ২১২ক।খ, ২১৩, ২১৪, ২১৬-২১৮, ২১৯ক।খ, ২২০, ২২৩, ২২৭-২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৭ক, ২৩৮, ২৪০, ২৪২, ২৪৪-২৪৬, ২৪৯-২৫১, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৭, ২৬৭, ২৭৪, ২৮১, ২৯১-২৯৬, ২৯৮, ৩১০, ৩৩৪, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫৭-৩৬৩, ৩৭০-৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৯, ৩৯৭ (কয়েক গুচ্ছ), ৪২৮

অসংবদ্ধ আল্‌গা পাতা বা গুচ্ছ (ফাইল)। অভি: ১-৬, ৮-১৭, ২০-২২, ২৫ ২৬, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৯, ৩৯ক, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫২, ৫৪-৫৭, ৬০, ৬৩ঘ, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৯-৮৩, ৮৫, ৮৬ক, ৮৭খ-ছ, ৮৯-৯৩, ৯৫, ৯৫ক, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০৩, ১০৫, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৫, ১১৯, ১২০, ১২৫, ১২৬, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪

॥২॥ মিশ্রিত পাণ্ডুলিপি। অভি: ৬, ৮, ১০, ১৫, ১৬, ১৯, ২৪, ৪৪, ৫৪, ৮৫, ১৫১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৬-১৬৮, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৫-১৮৭, ১৯১, ১৯৮, ২০০, ২০১ক।খ,

২০২কা।খ, ২০৩, ২০৪কা।খ, ২০৫, ২০৭, ২১০, ২২০, ২৩৩, ২৩৭খ, ২৩৮, ২৫৪, ২৬৭, ২৭৪, ২৮৩, ৩৩৪, ৩৪৩পি, ৩৯৭ (কয়েক গুচ্ছ)

গুচ্ছ (ফাইল)। অভি : ১৮, ১৯, ২৮-৩২, ৩৮, ৪৩, ৪৫-৪৭, ৫০, ৫১, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭৩-৭৫, ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯২, ৯৯, ১০৪, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১৪, ১১৮, ১২৩, ১২৮

॥৩॥ প্রতিলিপি। ক. অভি : ৪৫ কা।খ, ৭৬, ১৩২, ১৩৫, ১৪৯, ১৭৩, ১৭৫, ১৮৯, ১৯৬, ২০৬, ২০৮, ২১৫, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭ খ, ২৩৯, ২৪১, ২৪৩, ২৪৯, ২৫২, ২৫৬, ২৫৮. ২৫৯, ২৬১-২৬৬, ২৬৯-২৭১, ২৮০, ৩০৪ (কয়েক গুচ্ছ), ৩১২, ৩৭৩, ৩৮৭ ক-গ

গুচ্ছ (ফাইল)। অভি : ৪, ৬, ৯, ১১, ১৪, ১৮, ২৭-২৯, ৩৫-৩৭, ৪০, ৪১, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৩, ৬২, ৮৪, ১০৪

খ. অভি : ৩৩, ৩৫-৩৭, ৪০-৪২, ৫৯, ৬১, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭৩-৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৬, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১৬৯গ, ২২১, ৩০৪ (কয়েক গুচ্ছ), ৩০৫ ক-চ, ৩০৬ক ৩০৭, ৩০৮খ, ৩০৯ক, ৩১২-৩১৮, ৩১৯কা।খ, ৩২০, ৩২১, ৩২২ক-গ, ৩২৩-৩৩৩, ৩৩৩গ, ৩৩৫, ৩৩৯, ৩৪০-৩৪২, ৩৪৩ ক-গ, ৩৪৪ ক-ঠ, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭৮

গুচ্ছ (ফাইল)। অভি : ৬, ৭, ৪৯, ৬৩, ৯৮(২), ১০৪কা।খ, ১০৭, ১১২, ১১৭, ১২৪, ১২৭, ১৩০, ১৩২, ১৩৪. ১৩৬, ১৩৭

গ. অভি : ১৩৯, ১৮৮, ২২৪, ৩১৪, ৩৭৯, ৩৯৭।১-৪।৭।৮

গুচ্ছ (ফাইল)। অভি : ১৫, ৭১, ৮৭ট, ৯০, ৯৮।২, ১০২

ঘ. অভি : ১১, ২৪, ৩৮, ৬০, ৬৮, ৭১, ৮৭, ৯১, ১০৭, ১১৭, ১১৮, ১৩৩, ১৮৮, ১৯৯, ২৬০, ২৬৮, ৩৫০, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৮৭, ৩৯১-৩৯৩

গুচ্ছ (ফাইল)। অভি : ১৯, ৭৮, ৮৬, ৯০

॥৪॥ মুদ্রিত গ্রন্থ। অভি : ৮০, ১৩৪, ২৩০, ২৪৭, ২৪৮, ২৮৯, ২৯০, ৩০২, ৩০৩, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯১-৩৯৪, ৪৩২-৪৩৬

গুচ্ছ (ফাইল)। অভি : ২৬ক

॥৫॥ ছাপাখানার প্রুফ। ক. অভি : ৮৪, ৯২, ১৪৮, ২৩৯, ২৪১

গুচ্ছ (ফাইল)। অভি : ৪ ক-ঘ।চ, ১৯ ক-গ, ৩০ কা।খ, ৩৪ক, ৩৮ক, ৪১ক, ৫০ক, ৫৭ ক-গ, ৬২ক, ৬৮ক, ৭৯ক, ৮১ক, ৮৬খ, ৯৪ক, ৯৫ দুই, ৯৭ক, ৯৯ক, ১০৪ক, ১০৯ ক-খ

খ. অভি : ৪৬, ২৮ ক, ৪০ ক, ৯৫ তিন

॥৬॥ স্টেজকপি। ক. অভি : ৮০, ১৩৪, ২৩০, ২৫৪, ২৮৯, ৩০৩

খ. অভি : ৪২১

গুচ্ছ (ফাইল)। অভি : ৮৮

॥৭॥ ফোটো কপি। অভি: ২২২খ, ২৩২, ২৬০ পাঁচ, ৪২৬ এক।দুই, ৪২৭ এক।দুই, ৪২৯ এক।দুই, ৪৩৭-৪৪৩

॥৮॥ অনুবাদ। অভি: ৬৬, ১৪৪, ২৪১ক, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪০

গুচ্ছ (ফাইল)। অভি: ১৩৮

॥৯॥ অন্যান্য। অভি: ১১৩, ১৩৮, ১৩৮ক, ১৪০, ২২২ক, ২৭২, ২৭৭, ২৮৬, ৩১১, ৩৬৭, ৩৯৭, ৪১৯, ৪২৩ এক।দুই।তিন, ৪৩০, ৪৩২-৪৩৬

॥১০॥ সংকলন। অভি: ২২৫

পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্রগ্রন্থের তালিকা

পূর্বোক্ত দশ শ্রেণীতে বিভক্ত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে-সকল প্রকাশিত রবীন্দ্রগ্রন্থের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় সেগুলির নাম:

বাংলা

অচলায়তন, অনুবাদচর্চা, অরূপরতন, আকাশপ্রদীপ, আত্মপরিচয়, আরোগ্য, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা, ইংরাজি সোপান, ঋণশোধ, কড়ি ও কোমল, কবিকাহিনী, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কল্পনা, কালান্তর, কালের যাত্রা, কুরুপাণ্ডব, ক্ষণিকা, খাপছাড়া, খৃষ্ট, খেয়া, গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প, গীতবিতান, গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্য, গুরু, গৃহপ্রবেশ, গোড়ায় গলদ, ঘরে বাইরে, চণ্ডালিকা, চতুরঙ্গ, চার অধ্যায়, চিঠিপত্র, চিত্রবিচিত্র, চিত্রাঙ্গদা, ছড়া, ছড়ার ছবি, ছন্দ, ছিন্নপত্র, ছেলেবেলা, জন্মদিনে, জাপানযাত্রী, জাপানে পারস্যে, জীবনস্মৃতি, ডাকঘর, তপতী, তাসের দেশ, তিনসঙ্গী, দুইবোন, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, নটীর পূজা, নবজাতক, নবীন, নলিনী, নৈবেদ্য, পত্রপুট, পথে ও পথের প্রান্তে, পথের সঞ্চয়, পদরত্নাবলী, পরিচয়, পরিশেষ, পরিশোধ, পলাতকা, পল্লীপ্রকৃতি, পাঠপ্রচয়, পারস্যযাত্রী, পুনশ্চ, পূরবী, প্রহাসিনী, প্রান্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, ফাল্গুনী, বনবাণী, বলাকা, বাউল, বাংলা কাব্য-পরিচয়, বাংলা ভাষা-পরিচয়, বাংলা শব্দতত্ত্ব, বাঁশরী, বিচিত্রিতা, বিদায়-অভিশাপ, বিশ্বপরিচয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, বিশ্বভারতী, বিসর্জন, বীথিকা, বৈকালী, ব্যঙ্গকৌতুক, ভগ্নহৃদয়, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ভানুসিংহের পত্রাবলী, ভারতপথিক রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী, মহুয়া, মানসী, মানুষের ধর্ম, মায়ার খেলা, মালঞ্চ (উপন্যাস ও নাটক), মুকুট, মুক্তির উপায়, যাত্রী, যোগাযোগ, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, রক্তকরবী, রবীন্দ্র-রচনাবলীর ভূমিকা, রাজা, রাজা ও রানী, রাশিয়ার চিঠি, রুদ্রচণ্ড (শুধু গান), রোগশয্যায়, লিপিকা, লেখন, শান্তিনিকেতন, শাপমোচন, শারদোৎসব, শিক্ষা, শিশু, শিশু ভোলানাথ, শেষলেখা, শেষ সপ্তক, শেষের কবিতা, শৈশব সঙ্গীত, শোধবোধ, শ্যামলী, শ্যামা, শ্রাবণগাথা, সংগীত-চিন্তা, সংস্কৃত প্রবেশ, সঞ্চয়, সঞ্চয়িতা, সন্ধ্যাসংগীত, সভ্যতার সংকট, সহজ পাঠ, সানাই, সাহিত্যের পথে, সে, সেঁজুতি, সোনার তরী, স্ফুলিঙ্গ, স্বদেশী সমাজ, স্বরবিতান, হাস্যকৌতুক।

ইংরেজি

Broken Ties, The Centre of Indian Culture, The Child, Chitrangada (A Synopsis), Collected Poems and Plays, Creative Unity, Crisis in Civilization, Crossing, The Crown, The Cycle of Spring, Farewell My friend, Fireflies, Four Chapters, Fruit-Gathering, Fugitive, The Gardener, Gitanjali (Song-Offerings), Glimpses of Bengal, Greater India, Hungry Stones and Other Stories, The King and the Queen, The King of the Dark Chamber, The Kingdom of Cards, Lectures and Addresses, Letters to a Friend, Lover's Gift and Crossing, Maharani of Arakan, Malini, Man, Mashi and Other Stories, Nationalism, One Hundred Poems of Kabir, Personality, Poems, The Post Office, Red Oleanders, Religion of Man, Sacrifice, Sadhana, Sannyasi, Sisu Bholanath (The Infant Lord, Forgetful), Stray Birds, Talks in China; Thought Relics.

গ্রন্থানুসারে পাণ্ডুলিপির তালিকা

রবীন্দ্র-অনুসন্ধিৎসু বা গবেষকগণের কাছে এরূপ তালিকারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। সেটি বারান্তরে প্রকাশ করা যাবে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে 'শেষের কবিতা'র একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি থাকলেও (অভি. ১৩৭) 'বীথিকা'র জন্য নির্দেশ করতে হয় চব্বিশটি, যথা: ৫, ১০, ১৫, ১৭, ২৪, ২৫, ২৭-২৯, ৩২, ৫৪-৫৬, ৬৪, ১৫৫, ১৭০, ১৭৫, ১৮১, ১৮৫, ১৯৪, ২১৩, ২৬৪, ৪২৮, তা ছাড়া গুচ্ছ বা ফাইল—৬৬। অর্থাৎ, এই পাণ্ডুলিপিগুলির প্রত্যেকটিতে বীথিকার কোনো-না-কোনো রচনার খসড়া বা পরিণত রূপ (এক বা অধিক) রয়েছে— অন্য গ্রন্থের অন্য রচনাও থাকতে পারে।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি লেখার উপাদান

সাধারণতঃ সাদা এবং রুল-টানা ফুলস্ক্যাপ এক্সারসাইজ বুক, মাঝারি আকারের বাঁধানো নোটবুক, পকেট-সাইজ নোটবুক, সাদা কাগজের বাঁধানো খাতা, অনুগত অনুরাগী জনের উপহৃত বাঁধানো বই-ধরণের নোটবুক, চিঠির প্যাড, মাসিক পত্রিকার অলিখিত সাদা পৃষ্ঠা, মুদ্রিত গ্রন্থের ফ্লাইলিফ, বা মলাটের ভিতর দিকের অলিখিত পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে যে-সকল ডায়ারি, নোটবুক, এক্সারসাইজ বুক ও রাইটিং প্যাড ব্যবহৃত হয়েছে তাদের কয়েকটির নাম পরে দেওয়া হল:

কোহিনূর ডায়ারি (এম্. সি. সরকার), জেম ডায়ারি (ঘোষ), হিন্দুস্থান সেণ্ট ডায়ারি, নারায়নস্ ডায়ারি। পকেট নোটবুক, কন্‌কারার নোটবুক। দি বেঙ্গলি এক্সারসাইজ

বুক। তদ্রূপ ক্যাপিটাল, ইণ্ডিয়ান, ড্রাগন, ডগ, মিনার্ভা, লোটাস, লিপি, সোয়ান, লণ্ডন, দি স্টার, পাইওনিয়ার, হয়নাথ ও বিশ্বভারতী -নামাঙ্কিত এক্‌সার্‌সাইজ বুক।

কাজল কালি রাইটিং প্যাড, দি স্টারলিং রাইটিং প্যাড।

'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকার অলিখিত পৃষ্ঠা।

কুন্তলীন পঞ্জিকা, ৪র্থ বৎসর, দিনলিপি, ১৩০৪।

প্রিয়ম্বদা দেবী, রাধারানী দেবী, নন্দিতা দেবী, অমল হোম, মৈত্রেয়ী দেবী এবং অনুরূপ অনুগতজন-কর্তৃক উপহৃত বাঁধানো খাতা।

পেন্সিলের ক্ষেত্রে, সাধারণ পেন্সিল ও বেগনি রঙের কপিং পেন্সিল। উল্লেখযোগ্য পেন্সিলের লেখা— খেয়া, গীতাঞ্জলির ৭টি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, ক্ষণিকা, বলাকা।

কালীর ক্ষেত্রে, সাধারণতঃ কালো এবং নীলচে কালো কালী।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির কালক্রম

খৃষ্টাব্দ ১৮৭৪ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রজীবনের দীর্ঘ ৬৭ বৎসরের নানা পাণ্ডুলিপি নানা সূত্রে বিভিন্ন সময়ে পাওয়া গেছে, তার কোনো কালক্রম ছিল না; এজন্যই তারিখ অনুযায়ী পাণ্ডুলিপিগুলি সূচিবদ্ধ হতে পারে নি। যেমন বলা যায়, রবীন্দ্রভবনে সর্বপ্রাচীন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি যেটি, রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে সেটি উপহারস্বরূপ পাওয়া গেছে। যখন যেমন সংগ্রহ হয়েছে বা এখনও হয়ে চলেছে, সে অনুসারেই সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলি ক্রমিক সংখ্যায় নির্দিষ্ট। কাজেই পাণ্ডুলিপির ক্রমিক অভিজ্ঞান-সংখ্যা পাণ্ডুলিপির কালক্রম নির্দেশ করে না। কালক্রম অনুসারে পূর্বোক্ত যে পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞান-সংখ্যা ১ হওয়া উচিত ছিল, সূচিপুস্তকে সেটির ক্রমিক অভিজ্ঞান-সংখ্যা ২৩১। অর্থাৎ অদ্যাবধি-সংগৃহীত সর্ব-প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনে আসার আগেই ২৩০টি অন্য পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত ও তালিকা-বদ্ধ হয়েছিল।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির মোট সংখ্যা

এই নিবন্ধ-সংকলন-কালে সূচিবদ্ধ মোট ৪৩০টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা -সংবলিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৩৬০। তদতিরিক্ত শতাধিক পাণ্ডুলিপি-ফাইল বা গুচ্ছ আছে এগুলি পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের নাম অনুসারে বিন্যস্ত। অনেক সময়েই একটি অভিজ্ঞান-সংখ্যা একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নির্দেশ করে না। কোনো ক্ষেত্রে একটি অভিজ্ঞান-সংখ্যা সাতটি খাতায় সম্পূর্ণ একটি পাণ্ডুলিপিরই নির্দেশ করে; অথচ সেটি মূলত কোনো একটি রবীন্দ্র-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও নয় (দ্র. অভিজ্ঞান-সংখ্যা-৭)। আবার কোনো একটি অভিজ্ঞান-সংখ্যা মাত্র এক পৃষ্ঠা রবীন্দ্রভাষণ, বা অর্থ-সংগ্রহ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আবেদন-বাণীর নির্দেশক; কাজেই এটিও কোনো রবীন্দ্রগ্রন্থের অংশ আধার বা আদর্শ নয় (দ্র. অভিজ্ঞান-সংখ্যা-৩৭৪)।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির পরিমাণ

রবীন্দ্র-রচনার মোট সংখ্যা ও পরিমাণের অনুপাতে রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির পরিমাণ অধিক নয়, অর্ধেক বা তারও কম হতে পারে। কবি এক-একটি রচনার বা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কতবার প্রস্তুত করেছিলেন বা যোগবিয়োগ-পরিবর্তন করে সম্পাদনা করেছিলেন, সংগ্রহ-বহির্ভূত ক্ষেত্রে তা বলা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়— গীতাঞ্জলির ১৫৭টি গানের / কবিতার মধ্যে মাত্র ৭টি গানের প্রাথমিক খসড়া এবং অন্য ৯৬টি গান/কবিতার রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে প্রেসকপি পাওয়া গেছে। এমন-কি, বিদেশে সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত ইংরেজি গীতাঞ্জলির যে মাইক্রোফিল্‌ম্‌ রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে তাতেও প্রকাশিত গ্রন্থের ২০টি গান / কবিতার অনুবাদ দেখা যায় না।

[ক্রমশঃ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -কর্তৃক সংকলিত

রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাষিক সংকলন

রবীন্দ্রভবন । শান্তিনিকেতন